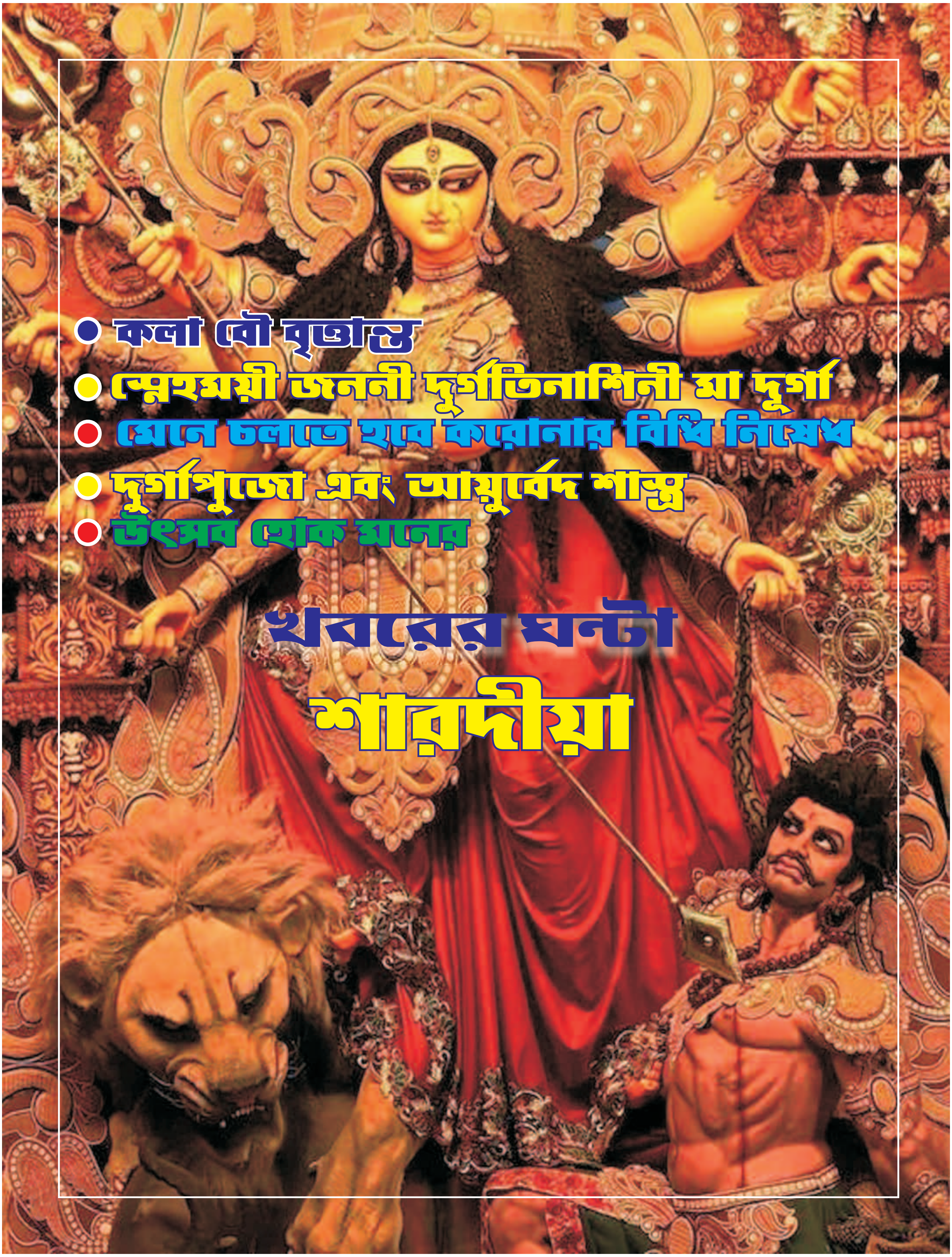

- কলা বৌ বৃত্তান্ত
- স্নেহময়ী জননী দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গা
- মেনে চলতে হবে করোনার বিধি নিষেধ
- দুর্গাপুজো এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্র
- উৎসব হোক মনের

খবরের ঘন্টা

শারদীয়া

With Best Wishes From :~

SREE SREE ANANDAMAYEE KALIBARI

Founded by Charan Kabi Mukunda Das

Established in the year 1926

OUR SERVICES

Anandamayee Kalibari Atithi Niwas

Kalibari Road, Mahabirsthan, Siliguri-734004

(Furnished Conference Hall for Marriage & other ceremonies & Double Bed Room Attached and Non attached Dormitory

Anandamayee Kalibari Library

(Having huge stock of different type of Books with reading room for all without any fees)

Anandamayee Kalibari Free Coaching Centre

(Free special coaching to the Class-IX & X Bengali Medium Students)

Kalibari Road
Mahabirsthan
Siliguri-734004

Phone :
(0353) 2663285
2661898

STI
SARKAR TILES INDUSTRIES

SARKAR TILES INDUSTRY

An ISO 9001:2008 Certified Company

We Sarkar Tiles Industry, established in the year 1990 are one of the leading manufacturer, supplier & service provider for our wide range of products. We have created a strong hold in the market for our varied range of products.our range of products includes Interlocking pavers Blocks, Tiles, Kerb Stone, Concrete Bricks, Ventilators, Marble Chips etc.

We manufacture high quality concrete interlocking paver's blocks of various colors, shapes and sizes. All of our cement concrete pavers are made with Portland cement, variable natural aggregates, pigments of the highest quality and admixtures, used to increase strength and density of our pavers as well as control efflorescence. We are also manufacturing Pre-Polished Designer Concrete Tiles having shades in VARIOUS colours. Our Blocks are in M30 Grade strength. Varying thickness ranging from 25mm to 80mm thick Blocks are available. These industrial pavers are offered in various thicknesses, ensuring they are capable of withstanding and supporting the loads that may be required of the pavers.

Address:

Siliguri Industrial Easte,
Plot No. 24 B, Sevoke Road, Siliguri.
Dist: Darjeeling, Pin.734001
Call Us:0353 2548014 / 98320 92824

With Best Compliments From :

CELL : +91 86378-33813
+91 97758-73029
contact@boroli.in

BOROLI
A Multi Cuisine Restaurant

Resort & Restaurant
Savour Good Food & Nature
GAJOLDOBA, PO. MILANPALLY, CELL : 91 94340 12349

When its about best resort and restaurants in Gajoldoba, It should be the ones that have made a brand name for themselves. They are popular with the locals and returning tourists. Most of the great resort and restaurants in Gajoldoba, that are talked by independent ones and are not part of any five or four star luxury hotels or resorts. The hotel or resort restaurants in Gajoldoba mainly tend to cater to their own hotel guests. Boroli resort and restaurant, by far means, have succeeded

সকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা

সাহা পরিবারের পক্ষে
উত্তম কুমার সাহা
মাঁতারা ডিস্ট্রিবিউটার্স
সূর্যনগর, শিলিগুড়ি।

ACC

Cement
C & F Agent

DEE ESS ENTERPRISE

TATA TISCON

JOY OF BUILDING

Platinum Dealer

Since 1760

Berger Lewis

Paint your imagination

Sika®

Auth. Dealer Auth. Distributor

RETAIL OUTLET

46, SATYEN BOSE ROAD
DESHBANDHU PARA
SILIGURI-734004

PHONE : 0353-3591128

RETAIL OUTLET

2ND FLOOR MANOSHI APPARTMENT
BABUPARA, SATYEN BOSE ROAD
SILIGURI-734004
WEST BENGAL

deeessrana2013@rediffmail.com

SILIGURI TERAI B.ED COLLEGE
&
SILIGURI PRIMARY TEACHERS' TRAINING COLLEGE
Recognised by NCTE, Ministry of HRD
Govt. of India
Affiliated to : WBUTTEPA & WBBPE
Admission Open for B.ED & D.EL.ED Course
Web : www.slgttc.com
E mail : slgtbc@gmail.com
CONTACT NO : 97350 61656
DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427
TERAI INTERNATONAL SCHOOL
Registration No : SO185236
HOSTEL ADMISSION FOR - CLASS V to VIII
DAY BOARDING FACILITY
FULL BOARDING FACILITY
TRANSPORTATION FACILITY
EXTRA CURRICULUM ACTIVITY
উত্তরবঙ্গের
একমাত্র বাংলা মাধ্যমের
DAY BOARDING এর
সুবিধাযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
E mail : terai.tis@gmal.com
CONTACT NO : 75869 09494
DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

- ★ TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
  M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS
- ★ SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
  M.S. ROD M.S. FLATS &
  TORKARY BAR

MANUFACTURING :

- ★ SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
  GREEN TEA FACTORY
- ★ CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
  HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS
- ★ SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
  C.I. CASTING

AGRICULTURE :

- ★ BASANTA AGRICO-
  PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

- ★ PAUL AUTOMOBILES
- ★ M&C IRON STORES
- ★ VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

The only Multispeciality Hospital with best & renowned Consultants
The best Bypass Surgery Unit in North Bengal with
COMPLETE CARDIAC CARE CENTRE
Best & Advanced
GASTROENTEROLOGY Care Centre
in NORTH BENGAL
Best & Advanced
KIDNEY Care Centre
in NORTH BENGAL
ANANDALOKE MULTISPECIALITY HOSPITAL
2ND MILE, SEVOKE ROAD, SILIGURI-734001
8116603550 / 8116610846 / 9800600400, 0353-2540980 / 2544352
Anandaloke
MULTISPECIALITY HOSPITAL

সকলকে শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

শারদীয়ার এই শুভক্ষনে প্রার্থনা করবো দীর্ঘজীবি হোক খবরের ঘন্টা।
দিকে দিকে পত্রপত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্য-সৃজন বৃদ্ধি পাক।
গল্প-কবিতা সহ অন্য
লেখালেখির হাত পাকানোর মগজ খুলে দিক খবরের ঘন্টা। সকলে
পুজোর দিনগুলোয় ভালো থাকুন। চারদিকে শান্তি বজায় থাকুক।
সম্প্রীতির বন্ধন জোরদার হোক।

বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতি

বিধান নগর, শিলিগুড়ি, জেলা - দার্জিলিং।

সভাপতি ঃ	সহ সভাপতি ঃ	সম্পাদক ঃ	সহসম্পাদক ঃ	কোষাধ্যক্ষ ঃ
শিবেশ ভৌমিক	সুনীল মাহেশ্বরী	সলিল সিং	অভিজিৎ মন্ডল	সাগর পাল

সকলকে শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

শিবেশ ভৌমিক

বিধান নগর, শিলিগুড়ি মহকুমা
দার্জিলিং।

খবরের ঘন্টার সাফল্য কামনা করি ----

সকলকে শুভ শারদীয়া --

ফণিভূষণ মন্ডল

বিধান নগর, জেলা- দার্জিলিং-

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355
Monthly Magazine

Vol. V Issue-3
1st October-31st October 2021 Durga Puja

পঞ্চম বর্ষ-সংখ্যা-৩ শারদীয়া সংখ্যা
১৯ শে আশ্বিন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
৬ই অক্টোবর, ২০২১, শারদীয়া সংখ্যা

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ করিমুল হক (পদ্মশ্রী তথা বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা)
ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক)
গৌতমবুদ্ধ রায়
মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী)
তরুন মাইতি (পরিবেশবিদ)
রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক)
দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ)
শ্যামল সরকার (শিল্পোদ্যোগী)
সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী)
ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ)
নির্মল কুমার পাল (হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব)
ভারতি ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক)
সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী)
সামসুল আলম (শিক্ষক)
বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী)
দুর্বা ব্রহ্ম (শিক্ষিকা)
জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী)

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor : Bapi Ghosh
Asstt. Editor : Shilpi Palit
Cover : Sanjoy Kumar Shah
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally, Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্বাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

বিরুপাক্ষ..............................সুনীল কান্তি বড়ুয়া..........................০৪

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা...............মুসাফীর.......০৬

স্নেহময়ী জননী দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গা................কবিতা বনিক.....১০

স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম নিরপেক্ষ দুর্গাপুজো........সুশ্বেতা বসু.....১১

পুজোর ফটোগ্রাফী...............................তীর্থ দাশগুপ্ত...............১৩

কলা বৌ বৃত্তান্ত................বাবলী রায় দেব...............................১৭

উৎসব হোক মনের...............................সুমিত্রা পোদ্দার............২২

শিলিগুড়ি কুমোরটুলির বেহাল রাস্তা,

প্রশাসন নজর দিক..............................অধীর পাল...................২৪

শিলিগুড়ি ইসকনে বিমলাদেবী রুপেই

পূজিতা হন দেবী দুর্গা...............স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয় দাস............২৬

গাজলডোবায় বরোলির আকর্ষণ বাড়ছে........পরিমল বোস........২৭

ছোট থেকেই সঙ্গীতের নেশা...............বিপ্লব কুমার সরকার......২৮

করোনা বিধি মেনেই পুজো আনন্দময়ী

কালিবাড়িতে.......................................ভাস্কর বিশ্বাস...............২৯

শাড়ি বিলিতে লায়ন্স ক্লাব...............লায়ন সুরেশ সিনহল..........৩০

পুজোর ছুটিতে ভ্রমনে মন দিতে চাইছেন

অনেক মানুষ..............................বাপন মণ্ডল..........................৩১

চল্লিশ বছর ধরে মহিষাসুর মর্দিনী................সুকু মার ঘোষাল......৩২

ত্রিশ বছর ধরে আগমনীর অনুষ্ঠান করি................স্বপন দে.........৩২

করোনার জের, এবার পুজো করছি না.....দীপজ্যোতি চক্রবর্তী....৩৩

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটির পুজো......কমল মজুমদার......৩৩

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটির

কুমারি পুজো ঘটে...............শ্যামল সরকার.............................৩৪

টিকাকরণ আরও করবো আমরা...............উৎপল সরকার.........৩৫

করোনা নিয়ে সতর্ক থাকুন...............................মনা পাল..........৩৫
পুজো আসছে কিন্তু অবশ্যই মেনে চলতে হবে
করোনার বিধি নিষেধ................ডঃ সুশান্ত রায়.........................৩৬
বাংলার বৃহত্তম উৎসব দুর্গা পুজা................আশীষ ঘোষ............৩৭
এবারের ব্যবসা গতবছরের থেকেও খারাপ.....শিবেশ ভৌমিক..৩৮
ফুলের বাজার ভালো না........................রনপদ সেন.................৩৯
শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া স্পোর্টিং
ক্লাবের পুজো........................নির্মল কুমার পাল.........................৪১
বাই সাইকেল..অনিল সাহা.........৪২
সবাই ভালো থাকুন........................টোটন সাহা........................৪৪
দুর্গাপুজো এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্র................ডঃ সৌম্যদীপ কর.........৪৫
বালি পাথরের কাজ বন্ধ,
শ্রমিকদের কি হবে?........................সুজিত ঘোষ (বাপি)............৪৭
করোনা বিদায় নেয়নি........................সঞ্জীব শিকদার................৪৭
তবলা নিয়ে সবসময় চর্চা চলছে.......সুবীর অধিকারী................৪৮

ঃঃ অণুগল্প ঃঃ

প্রাপ্তি..রিয়া মুখার্জী.....................০৯

ঃঃ প্রতিবেদন ঃঃ

মহিষাসুর মর্দিনীর নেশায় সবুজ দাস...১২
বিশ্বকর্মা পুজোয় ব্যতিক্রমী মানবিক কাজ.................................২৮

ঃঃ কবিতা ঃঃ

প্রভাত...পাপিয়া মৈত্র.................০৮
মা.................................অর্পিতা দে সরকার...........................০৮
জয় দুর্গা মায়ের জয়........................অদিতি পি চক্রবর্তী............৪০

ঃঃ রম্য রচনা ঃঃ

আমি যেমন প্রাণ নিতে পারি,
তেমনি প্রাণ দিতে পারি..............................কবি চন্দ্রচুড়..........২৪

সম্পাদকীয়

উৎসবের ঘন্টা

উৎসবের ঘন্টা শুরু হয়েছে বাংলার জীবনে। গনেশ চতুর্থী পার হয়েছে। বিশ্ব কর্মা পুজো পেরিয়েছে। এবারে শারদীয়া। তারপর দীপাবলি, ছট পুজো। একের পর এক উৎসব চলতে থাকবে এবারে। এই উৎসবগুলো আসলে মানুষকে আরও কাছাকাছি নিয়ে আসে। মানুষে মানুষে মেলবন্ধন তৈরি করতে এসব উৎসবের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। উৎসবকে কেন্দ্র করে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনও চাঙ্গা

হয়ে ওঠে। উৎসবের সঙ্গে অনেকের কর্মসংস্থান বা রুটিরুজি জড়িত। কিন্তু বিগত দেড় বছর ধরে করোনা মহামারী সেই উৎসবের ঘন্টায় বিরাট বাধা হয়ে উঠেছে। করোনা বহু মানুষকে ঘরবন্দি করে দিয়েছে। করোনা নিষ্ঠুরভাবে বহু মানুষের প্রান কেড়ে নিয়েছে। করোনা বহু শিল্প কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে। বহু মানুষ তাদের রুটিরুজি হারিয়েছে করোনার জেরে। এখনও বিদায় নেয়নি করোনা। তাই সাবধানতাই পারে একে প্রতিরোধ করতে। কিন্তু এই ব্যাধি উৎসবগুলোকেও ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। এবারে এই লেখার সময় সংক্রমন কম থাকলেও তৃতীয় ঢেউ আসবে বলে বহু মানুষ উদ্বিগ্ন। ফলে পুজোর আয়োজন হলেও তাতে অনেক খামতি রয়েছে। ঘরের দমবন্ধ অবস্থা ছেড়ে মানুষ বাইরে বের হতে চাইলেও করোনা সেখানে অসুরের মতো খড়গ হাতে যেন অপেক্ষা করছে। তাই বিশ্ববাসী প্রার্থনা করছে এই সময় হে ঈশ্বর সকলকে করোনার অত্যাচার থেকে মুক্তি দাও। আমরাও এই উৎসবের শুভ মুহুর্তে মায়ের কাছে প্রার্থনা করবো, মা অশুভ শক্তির প্রতীক করোনাকে পরাস্ত করে পৃথিবীতে শুভ শক্তির ঘন্টা তুমি আবার বাজিয়ে দাও। সবাই ভালো থাকুক, এই রইলো প্রার্থনা।

এবারেও খবরের ঘন্টার শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশে যারা লেখা দিয়েছেন, যারা বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। সকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা।

With Greetings :

SUNIL KANTI BARUA (SUDHIR)

MEGHLAL ROY ROAD, OPP. SATSANG KENDRA, 2ND BY LANE, HAIDERPARA, SILIGURI-734006

বিরুপাক্ষ

সুনীল কান্তি বড়ুয়া

(মেঘলাল রায় রোড, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

আমি একজন বিরুপাক্ষের বিশেষ ভক্ত। সুস্থ মানব শরীরের চক্ষু, কর্ন, নাসিকা প্রচন্ড গভীর আবেগেব অভিব্যক্তি প্রকাশ করে-- দেখা, শোনা ও ঘ্রান আস্বাদন করার মাধ্যমে। বিরুপাক্ষকে দেখেছি কিনা বলতে পারবো না। তবে অনুভব করেছি।

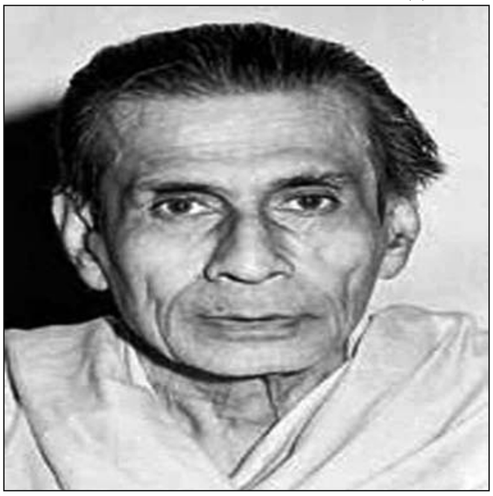

বয়স ছয় কি সাত হবে, সেইসময় আমরা অর্থাৎ মা, বাবা ও আমি মুচিপাড়া থানার অর্ন্তগত মুরারি পুকুর এলাকায় থাকতাম। একটা খাটাল সমেত টালির বাড়ি, অনেক গরু মোষ ছিল। বাড়িওয়ালা ভোলার মা। ওনারা হিন্দুস্থানী। সামনেই পুকুর , ডানদিকে ছাদওয়ালা বাড়ি। পল্টু, সরস্বতী, লক্ষী ওই বাড়ির বাসিন্দা। আমার আসা যাওয়া ছিল। ঘুড়ি ওড়াতাম, লক্ষী পুজোর প্রসাদ খেতে যেতাম। লাগোয়া রাস্তা মুচিপাড়া বাজার থেকে খাল পেরিয়ে গৌড়ী বাড়ির দিকে গিয়েছে। প্রায় তিন থেকে চার বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে --- মেইন রাস্তা উল্টোডাঙ্গা স্টেশন থেকে খালের উপরে কাঠের পুল পেরিয়ে বাম দিকে রাস্তা গৌড়ী বাড়ি। আর পুলের সোজা রাস্তা গেছে ফাঁরিয়া পুকুর। ওই খালটা উত্তরের কাশী মিত্তির ঘাটে গিয়ে মিশেছে। খালের এপারে বেশিরভাগ পাতকাঠির কারখানা, কাঠের মিল, মৃৎ শিল্পীদের আস্তানা, বাল্বের কারখানা ছিল। তবে বেশিরভাগ পুকুর, ডোবা। জনবসতি বেশিরভাগ পুকুর লাগোয়া অঞ্চলটি সাংস্কৃতিক প্রান কেন্দ্র, যাত্রা পালা, রামলীলা, রবীন্দ্র জয়ন্তী, সরস্বতীপুজো এইরকম বহু অনুষ্ঠানে সারা বছর চলতো। এখানে রাজনৈতিক প্রতীক-- কাস্তে ধানের শীষ ও জোড়া বলদ ছিল। শীতলা স্থান ছিল। জাঁকজমক সহকারে পুজো হতো। এক বয়স্কা বুড়ি

ছিলেন শীতলাস্থানেই। সেবা করতেন। লোক শ্রুতি, বুড়ি শীতলাকে দেখতে পেতেন। পালাগান চলতো। একটা পাঠশালা ছিল। ছাত্র ও ছাত্রীদের বসার জন্য আসন ছিল। আমার এক বন্ধু ছিল সমর। তাদের কাঁচের জিনিষপত্র বানানোর কারখানা ছিল। ছাত্রছাত্রী ছিল ভালই। কত শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হতো মনে নেই। বড় বড় ছেলেরাও পড়তো , একজন বয়স্ক মাস্টার মশাই ছিলেন। চোখে চশমা হাতে বেত। আমি পাখি বানান বলতে না পারাতে, বেত্রাঘাত খেতে হয়েছিল। শরৎ কাল। আকাশে পেঁজা পেঁজা তুলোর মতো পেঁজা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। কাশ ফুলের ঢেউ দোলা শারদ উৎসবের আগমনীর বার্তা বহন করে চলেছে।

একবার সেই সময় দেখেছিলাম-- দুর্গা পুজোর মন্ডপে, বিরুপাক্ষ স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা নিয়ে হাজির। বেশ মনোযোগ সহকারে প্রতিমা পর্যবেক্ষন করছেন। আমি ভাবছি, উনি কি দেখছেন? পরে জানতে পেরেছিলাম, দুর্গা মায়ের পরিহিতা শাড়ি আর নিজের স্ত্রীর শাড়ি, নিজের ছেলে ও মেয়েদের আর লক্ষী, সরস্বতী, গনেশ, কার্তিকের পরিধানের পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করছেন--সেকাল আর একাল।

মানুষ দেবতাকে নিজের মতো সাজায়। আবার নিজেও কখনো দেবতা হয়ে ওঠে। আর ফ্যাশনতো সর্বকালের সর্বজনের আকর্ষনীয়। শুধু পূজা মন্ডপ নয়, তিনি বেতার অনুষ্ঠানে বিভিন্ন নাটক, সুমধুর কন্ঠে শ্লোক পাঠ, শিশু মহল পরিবেশন করতেন(সংগৃহীত)।

মা-বাবা বিরুপাক্ষ নাম রেখে জগৎ বিখ্যাত করেছেন।এই পোশাকি নামটি বৌদ্ধ দর্শনে, মৈত্রী-ভাবনাতেও পাওয়া যায়।

মৈত্রী ভাবনার মন্ত্র, পঞ্চম শ্লোক(পালি)

''পুরথিথমেন ধতরটঠো,/দকখিনেন বিরলহকো,/পচ্ছি মেন বিরুপকখো,/কুবেরো উত্তরংদিসং,/চত্তারোতে মহারাজা/লোকপালা যসসসীনো/তেপিমং অনুরকখন্ড/আরোগ্যেন(আরোগ্যেন) সুখেনচ।''

বাংলা--''সুমেরু পর্বতের পূর্বদিকে ধৃতরাষ্ট্র, / দক্ষিন দিকে বিরুঢ়ক,/পশ্চিম দিকে বিরুপাক্ষ এবং/ উত্তর দিকে কুবের।'' এই চারজন যশস্বী লোক পাল দেবতা আছেন। তাঁহারাও আমাকে নিরোগ ও সুখে সম্যক রুপে রক্ষা করুন---(সংগৃহীত)''।

কৃষ্ণ পক্ষ চলছে। আজ চতুর্দশী। আগামী কাল অমাবস্যা তিথি। পিতৃপক্ষ শেষ। মহালয়া। মুচিপাড়া বাজারের মাঠে মহালয়া শোনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বসার জন্য পোয়াল পেতে রাখা হয়েছে। ভোর রাতে দলে দলে লোক জমায়েত হতে শুরু করেছে। আমিও একজন ভোর রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম বাবার হাত ধরে,সঙ্গে গায়ে একটা হালকা চাদর জড়িয়ে। আর একজন ও বিরুপাক্ষ পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। শঙ্খের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ঢাক বাজছে। কাঁসর বাজছে। মহামায়া দেবীর আগমনির যাত্রা শুরু হয়ে গেছে।

ইয়া দেবী সর্বভূতেষু, সৃষ্টি রুপেন সংস্থিতা নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমস্তসৈ, নমঃ নমহ।

মর্ত্যলোকের বিরুপাক্ষ, যাঁর কথা আমি বলছি। তিনি বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র। মহালয়াকে চিরন্তন করে গেলেন।

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

BASU DUTTA

FAL BAZAR ROAD, GHOGOMALI, SILIGURI

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা--১১

(আয়ুর এই পড়ন্ত বেলায় যখন জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির দিকে ফিরে দেখি, তখন দেখতে পাই মানুষের এক বিশাল সমাবেশ। যার বেশিরভাগই স্বল্প পরিচিত, ক্ষনিকের আলাপ। এই ধরনের মানুষের মধ্যেই এমন কয়েকজন রয়েছেন যাদের ব্যক্তিত্বে আমায় তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দিকে আকর্ষিত করেছে। সেই সব মানুষরা নিজের নিজের ব্যক্তিত্বে উজ্জবল এবং স্ব-ভাস্বর। নিজেকে খুব ধন্য মনে হয় যে কোনও যোগ্যতা না থেকেও এদের সংস্পর্শে আসতে পেরেছি। এদের নিবিড় সান্নিধ্য আমার অপূর্নতাকে পূর্নতার দিকে অগ্রসর হওয়ার অস্পৃহাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। এদেরই কয়েকজনকে বেছে নিয়ে তাঁদের কথা দিয়েই তাঁদের ছবি আঁকার চেষ্টা করছি। অনেকটা গঙ্গা জলে গঙ্গার পুজো। --মুসাফীর)

(গত সংখ্যার পর)

তাই বলি এমন রাজকীয় চেহারা আমিই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি আর রেবতীর মত তরুনীরাতো হবেই তবে আমাদের রেবতীও কিছু কম নয়। ঋষি দেখলো রেবতীর মুখে কোন ভাবান্তর নেই, মনে মনে খুব তারিফ করলো। বলো তোমার কি প্রশ্ন তবে মনে রেখ লেখার সময় কলম যেন সংযত থাকে।আমি আশ্রমের গোড়ার কথা জানতে চাই এক কথায় ইতিহাসটি। শুনে বিকাশদা কিছুক্ষন চুপ করে রইলেন। সৃষ্টি কর্তা মানুষের হাতে থলে পকেটে রেস্ত দিয়ে বাজারে পাঠিয়ে দিয়েছেন কোন ফর্দ কিন্তু দেননি। আমরা মনের সুখে বাজারে খরচ করে বেড়াচ্ছি। কখনো রসনার তৃপ্তির, কখনো কামের, কখনো বা মোহের এই সব করতে করতে একদিন পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম রেস্ত ফুরিয়ে গেছে, অথচ কি যেন একটা কেনা হলো না। এদের মধ্যে ব্যতিক্রমীও রয়েছে--সংখ্যায় যদিও তারা খুব কম-- এরাই কিন্তু ব্যালেন্সিং ফ্যাক্টর। এরা রেস্তর প্রপার ইয়ুজ করে। আনন্দর কাছে শুনেছ--মাতাজী আশ্রমকে গবেষণাগার বলতে ভালবাসেন। মাতাজীর যখন ছাব্বিশ বছর তখন বারো জন লোককে নিয়ে একটি আশ্রমের মত কাজ শুরু করেন। বারো সংখ্যাটি মাতাজীর সমগ্র কাজে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা। আটত্রিশ বছর বয়েসে মাতাজী আশ্রম ঘোষণা করলেন তখন সদস্য সংখ্যা একশো বারো --মহিলার সংখ্যা

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য যোগাযোগ করুন-

পাঞ্চালি চক্রবর্তী(সঙ্গীত শিল্পী)

বাবু পাড়া, শিলিগুড়ি।

ফোন নম্বর---৬২৯৪৫৯০৬১১

প্রথম দিকে কম ছিল। এখন বোধহয় মহিলা আশ্রমিকইবেশি-- তাই না? বেরতী মাথা নেড়ে সন্মতি জানালো। আমরা নামেই মানুষ কাজে কতটা তাতো নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা দেখলেই বোঝা যায়। আমরা আবার দেবতা হতে চাই। আরে আগেতো পুরোপুরি মানুষ হই। মনুষ্য জন্মই ইউলিউসনের শেষ ধাপ নয় পরের ধাপ দেব মানব। গয়ং গচ্ছ ভাবে চললে কয়েকলক্ষ বছর লেগে যাবে। সৃষ্টিকর্তা একটু গতি চাইলেন তাই মাতাজীর দেহরুপে নেমে এলেন। মাতাজী বললেন দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকার যুদ্ধে যে শক্তি ব্যয় হয় তার সমস্তটাই ভগবানের জন্য উৎসর্গ করো। ভদ্রভাবে জীবন যাপন করার জন্য যতটুকু দরকার তার সব ব্যবস্থা এখানে করা হয়েছে--তোমাদের কাছে শুধু অপেক্ষা একটাই বাঁচো ভগবানের জন্য। একবার নিজেদেরকে ভগবানের কাছে উৎসর্গ করো। দেখবে উনি তোমাদের সমস্ত ভার বহন করবেন। মানুষের লিমিটেশন মানুষ নিজে ক্রস করতে পারবে না, ভগবানের ডায়রেক্ট ইন্টারভেনশন দরকার। চেতনার পরিবর্তন ও উর্দ্ধায়ন মুখে বলা যত সহজ কাজে ততধিক কঠিন। কোন কিছু নতুন করার একটা আলাদা উন্মাদনা আছে। মাতাজীর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ও সাহায্যের ফলে আমাদের মতো নিরেট মালমশল্লা দিয়েও ভালো রান্না হতে আরম্ভ করলো।যার মধ্যে যে গুনটি এতদিন সুপ্ত ছিল তার বর্হিপ্রকাশ হতে আরম্ভ করলো ফলে যে এতদিন আম ও কাপ প্লেটের ড্রইং করতো তার তুলি হতে অপূর্ব সব ছবি বেরুতে আরম্ভ করলো। তাঁর সূক্ষ জগতের ছবি গুলোতে মিষ্টিক আর্ট হিসেবে বিখ্যাত। সঙ্গীতে নতুন ধরনের সুরের আগমন ঘটলো। যেমন আমি গরু, কুকুর এই সবের উপরে রচনা লিখতাম কৈশোরে। তরুন যুবক হয়ে নিজের ও বন্ধুদের জন্য প্রেম পত্র লিখতাম এই ছিল আমার দৌড়। এখন ভাবি সেই আমির কলম দিয়ে কবিতা বেরুচ্ছে,বিভিন্ন গুরুগম্ভীর বিষয়ে লেখা ছাপা বইয়ের বিদগ্ধ গুনীজনদের স্বীকৃতি লাভ করেছে। এটা কি করে সম্ভব হলো। মাতাজীর স্পর্শে এই লোকটির ভেতরের সুপ্ত সম্ভাবনা জেগে উঠেছে-- যা এতদিন বহু জন্ম ধরে ঘুমিয়ে ছিল। নিয়মিত সুপথ্য, শরীর চর্চার ফলে একদিন ভার উত্তোলনের শক্তি পেশীতে আসে তবে অনেক পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এগুতে হয়। ঋষি জিজ্ঞেস করে, এখানে সবাই কি কি ঘটবে তা আগে থেকে বুঝতে পারে বা দেখতে পায়?

সকলকে শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ–

শারদ উৎসবের দিনগুলি চারিদিকে শুভ আনন্দে ভরে উঠুক।
সকলে ভালো থাকুন

স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয়দাস
মন্দির অধ্যক্ষ, শিলিগুড়ি ইসকন মন্দির।

প্রভাত

পাপিয়া মৈত্র
(হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

প্রভাত বেলায় বহে স্নিগ্ধ সমীরণ,
কাননে হাসিছে কুসুম সকল।
শিশুরা জাগিছে পাখির কলতানে,
গগনে উঁকি দেয়, রবির কিরন।
তুলসী তলায় প্রনাম সারিয়া,
ভোরের শিশির অঙ্গে মাখিয়া
ভেজা চুলে এসে জননী দাঁড়ায়।
সারি বেঁধে চলে পসারির দল
কোন সে শহর গ্রামের হাটে।
চড়ুই শালিক খেলে যায় দোল,
বাতাবি লেবুর ডালে।
গ্রীবা দুলায়ে হংসী চলে
পিছে পিছে চলে হংস।
দেখে দেখে মোর নয়ন জুড়ায়।

সকলকে শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা :-
মোবাইল ঃ ৯৮৩২৪৭৫৬৪৮

সঞ্জীব শিকদার
পুজোর দিনগুলিতে সকলে ভালো থাকুন
শিলিগুড়ি

মা

অর্পিতা দে সরকার
(বাবু পাড়া, শিলিগুড়ি)

কাটিয়ে দিলাম একটি বছর
সুখে দুঃখে মোরা--
মা আসছেন আনন্দে সবার
মনের দরজা খোলা
শিশিরে ভিজুক ঘাসগুলি সব
ইচ্ছেগুলো ফুটুক শিউলি হয়ে--
নদীর পারে যেখানে গিয়ে আকাশ মেলে
কাশ ফুলের সম্ভার দুহাত তুলে ডাকে
শরৎ
শরৎ তুমি মায়ের দূত
ইচ্ছেগুলো হয়ে যায় বড়ই অদ্ভুত
সকল ঝড়ঝাপটা সহ্য করে
বছরে এই চারটে দিন কাতর চোখ দুটি খোঁজে
মা আসলেই সব ঠিক
মন খালি বলে এটাই ঠিক
মা দুর্গার আগমনে সবার দুঃখ ঘুচে যাক
যে যেখানে আছো সকলকে নিয়ে ভালো থাক,
কাশের বনের ধ্বনি-শিশিরের মিলন ঘাসের সাথে
শিউলির গন্ধের আকর্ষন পদ্ম ফুলের পুকুরের রুপ
মা আসছেন এই আনন্দে সবার জীবন ভরে উঠুক।

প্রাপ্তি

রিয়া মুখার্জী
(আদর্শ নগর কলোনি, শিলিগুড়ি)

মালা আজ গৃহবধূ। কখনোই তার সংসার সাজানোর স্বপ্ন ছিল না, সে চিরকালই স্বপ্ন দেখেছিল নির্দ্বিধায় মাথা উঁচু করে বাঁচার। জীবনে কিছু করার জন্য সে চেয়েছিল দেশের জন্য কিছু করতে। তার ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার হওয়া স্বপ্নের খুব কাছেই ছিল । অনেক কষ্টে সে নিজের সব শখ আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে আগে নিজের স্বপ্নগুলো পূরন করাার চেষ্টায় দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছিল। তাদের পারিবারিক অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। মায়ের কাছে থেকে সেভাবে কিছু পায়নি সে, কিন্তু বাবার কাছে চিরকালই সে পেয়েছে এগিয়ে যাওয়ার সাহস। বাবা সবসময় তাকে শিখিয়েছিল এই সমাজ পিছনে টানতে পারে ,এগিয়ে যাওয়ার সাহস কজন যোগাতে পারে। বাবাই চিরকাল ভরসা দিয়েছিল, ‘ আমিতো আছি তোর চিন্তা কিসের?’ আজও মনে পড়ে মালার সেদিন ছিল শেষ পরীক্ষা। খুবই আত্মবিশ্বাসী ছিল মালা। কারণ সে জানত সে পারবে সেদিন আর পরীক্ষা দিতে যাওয়া হয়ে ওঠেনি তার। তার একমাত্র আশা, ভরসা, আত্মবিশ্বাস সেদিন হারিয়ে গিয়েছিল চোখের সামনে ,তার বাবার দেহ আর মালার স্বপ্ন দুটোই নিথর পড়েছিল। সেদিন মৃত্যু খালি তার বাবার না, মালারও হয়েছিল। বাবার দেহ পুরে ছিল শ্মশানে , মালার স্বপ্নের মৃত্যু-মিছিল তা ছিল অজানা, তারপর সমাজ-পরিবার আর মায়ের চাপে মালাকে বাধ্যতামূলক বিয়ে করতে হয়। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কোলে ছোট্ট চার মাসের নীলা কেঁদে ওঠে । মালা নিজের সম্মতি ফিরে পায় চোখের কোনে ছোট্ট জলের ফোঁটা নিয়ে একটা শপথ গ্রহন করে আজমালা ছিঁড়ে জন্ম হয়েছে ছোট্ট নিলার কিন্তু নীলাকে কখনোই মালা হতে দেবে না সে।

‘নারীরা চিরকালই শক্তি স্বরুপ চাইলে তারা সবই পারে।’

With Best Compliments From :
JEEWAN JYOTEE
Your Chemist Friend Since 1987
Hill Cart Road (Sevoke More), Siliguri-734001, West Bengal, India
Tel. : Counter (0353) 2435943 / 8101911815
Enquiry & Appointment : 2530130
E-mail : jeewanjyotee@gmail.com
For Emergency only Call
Suresh Sinhal 9832011520, Ashok Sinhal 9832016066

Smile
KEEP SMILING : IT INCREASES YOUR FACE VALUE

স্নেহময়ী জননী দুর্গতিনাশিনী মা দূর্গা

কবিতা বনিক

মা দুর্গাকে দুর্গতিনাশিনী রুপে আমরা পুজো করি। শরৎকালের শস্যশ্যামলা পৃথিবীতে মায়ের আগমন প্রতিটি মানুষের মনে আনন্দের ঢেউ তোলে। মা যে স্বয়ং স্নেহময়ী , ভাবময়ী করুনাময়ী জননী। সন্তানের দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা মায়ের কাছেই জুড়ায়। কিন্তু আপদকালে সন্তানদের রক্ষার জন্য দশপ্রহরন ধারন করে দশদিক রক্ষা করতে ও অসুর বিনাশের জন্য রণরঙ্গিনী মূর্তিতে আসেন। সেই মূর্তিতেও মা হাসিমাখা স্নেহরসে পরিপূর্ণ করুনাময়ী জগজ্জননী মা দুর্গা। সন্তানদের জন্য মা সদাই ব্যস্ত। মায়ের হাতের অস্ত্রগুলো দুষ্টের দমন ও শিষ্টের অভয় দানের জন্য। মা আমাদের সংঘবদ্ধ হতে শেখান। কারণ মা যে জগজ্জননী। সবাই মায়ের সন্তান। তাই সবাইকেই কোন না কোনভাবে মায়ের পুজোয় অংশগ্রহন করতে হয়। কত নদ-নদী, কত তীর্থের জল প্রয়োজন হয় মায়ের পুজোয়। দুর্গা পুজোয় দেখতে পাই-- প্রতিমা গড় থেকে পুজোর নানান আয়োজনে, পুজোর নিয়ম রীতিতে, কত না মানুষ, গাছপালা , পশুপাখি ,সব দেবদেবীদেরও পুজো ও সাহচর্যেরও প্রয়োজন হয়। কারণ এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে দেবী এক এবং অদ্বিতীয়া। দেবী বহুরুপে,জীবরুপে, জগতরুপে সমস্ত ব্রহ্মান্ডে বিরাজিত আছেন। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পৃথিবী, অনল, অনিল ইত্যাদি নিয়ে বিরাট অনন্তকোটি ব্রহ্মান্ড মায়েরই সগুন মূর্তি। চন্ডীতে সে কথাই পাই ‘ একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয় কা মমাপরা।’ অর্থাৎ আমি ছাড়া জগতে দ্বিতীয় আর কে আছে? মহামায়াই এক এবং অদ্বিতীয়া। সে কারণে আমরা সবাই একই পরমব্রহ্মের সন্তান। ব্রহ্মময়ী মা আমাদের দুর্গা পুজোর মাধ্যমে সেই শিক্ষাই দেন।

দুর্গতিনাশিনী রুপে মা দুর্গার পুজো করে শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষসকুল বিনাশ করতে পেরেছিলেন। তাই তো মায়ের গানে পাই ‘বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি’, সে কারনে শ্রী রামচন্দ্রের পথ ধরে আমরাও দুর্গা পুজো এই শরতকালেই করে আসছি।

অসুর শক্তি বিনাশের জন্য যুগে যুগে মা জন্ম নিয়েছেন কন্যারুপে অসুর দলন করতে, অজ্ঞানতা নাশ করতে। সন্তানদের রক্ষার জন্য মর্ত্যের মাকেই স্বয়ং জগজ্জননী মা বলে ডেকেছেন। এ আমাদের মহা সৌভাগ্য। দক্ষরাজার গৃহে সতী আর হিমাচল মেনকার গৃহে উমা এর প্রমান। আবারও হয়ত হিমাচলের মত স্থিতপ্রজ্ঞ জনক ও মেনকার মত শুদ্ধাচারিনী ও তপস্বিনীর গৃহেই মায়ের আবির্ভাব হবে। আমরা এমনদিনের প্রার্থনা জানাই মায়ের কাছে। জয় মা দুর্গা! দুর্গতিনাশিনী!

(লেখিকার বাড়ি শিলিগুড়ি মহানন্দাপাড়াতে, তিনি একজন গৃহবধূ)

স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মনিরপেক্ষ দুর্গাপুজো

সুশ্বেতা বোস

বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠাপক স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম মহামায়া জ্ঞানে কুমারীর পুজো করেন ১৮৯৮ সালে কাশ্মীরের ক্ষীরভবানী মন্দিরে। সেই বছর স্বামীজি ও সিস্টার নিবেদিতা তাঁর দুএকজন বান্ধবীকে নিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমনে বেরিয়েছিলেন। স্বামীজির মনে হয়েছিল তিনি বিদেশে ভারতীয় দর্শন নিয়ে বহু বছর যত ভাষনই দিয়ে আসুন না কেন প্রকৃত পক্ষে সমগ্র ভারতকে তাঁর গভীরভাবে চেনা খুবই দরকার। আর সেই কারনেই তিনি ভারত ভ্রমনে বেরিয়েছিলেন। বেলুড় থেকে প্রথম তাঁরা গিয়েছিলেন কন্যাকুমারী, আর সেখান থেকে পায়ে হেঁটে নানান জায়গা ঘুরে অবশেষে গিয়ে পৌঁছেছিলেন কাশ্মীর উপত্যকায় অক্টোবর মাসে দুর্গা পুজোর ঠিক আগে আগে। একদিন সকালে রোদে বসেছেন সিস্টারের সাথে আর তখন দূরে দেখছেন একটি ফুটফুটে অনুর্ধ চার বছরের কাশ্মিরী শিশু কন্যা ধুলোতে বসে খেলছে আর তার পাশে তার মায়ের দিয়ে যাওয়া খাবার রাখা। হঠাৎ স্বামীজি দেখেন কন্যাটির থেকেও ছোট তার ভাই এসে সেখানে বসে দিদির খাবারে হাত দিলে কন্যাটি নিজে না খেয়ে মায়ের মতো ভাইকে তার নিজের খাবারটা খাইয়ে দিল। স্বামীজি কন্যাটির এমন উদারতার দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে যান এবং সাথে সাথে শিশুটির বাবার কাছে গিয়ে বলেন এ কন্যাকেই তিনি ক্ষীর ভবানী মন্দিরে বসিয়ে মহাষ্টমীর দিন দুর্গা রুপে পুজো করতে চান। একজন মুসলমান নৌকাচালকের মেয়ের জন্য এমন প্রস্তাবে স্থানীয় পন্ডিত মহলে প্রতিবাদের ঝড় উঠে যায়। কিন্তু এ যে ছিল স্বয়ং স্বামীজির জেদ, যাকে লঙ্ঘন করবার সাধ্য বোধহয় ভগবানেরও সাধ্যের বাইরে ছিল। আর যেভাবেই হোক তিনি সবাইকে রাজি করাতে সমর্থ হলেন ও ঠিক মহাষ্টমীর দিন কন্যাটিকে বসিয়ে কুমারী পুজোও করলেন। সবচাইতে মজার ব্যাপার হল স্বামীজি নিজেই ছিলেন অব্রাহ্মন, তার ওপরে যিনি সেদিন মন্দিরে পুজোর জোগারে সাথ দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন একজন খ্রিষ্টান মহিলা অর্থাৎ সিস্টার নিবেদিতা এবং মা দুর্গার রুপে যে কন্যাকে বসানো হয়েছিল সে ছিল মুসলিম। অর্থাৎ তিনি ধর্মের সমন্বয়ে ক্ষীরভবানী মন্দিরে সেদিন দুর্গা পুজো হয়ে গেল একেবারে নির্বিঘ্নে। জাতিভেদ প্রথাকে স্বামীজি খুবই ঘৃনা করতেন বলেই তিনি এই প্রথা দূরীকরনে একনিষ্ঠ হয়ে এমন উদার মানসিকতায় ধর্মনিরপেক্ষতা দেখিয়েছিলেন।

এরপরে বেলুড়ে প্রথম কুমারী পুজো করেন ১৯০১সালে।

(লেখিকা শিলিগুড়ি আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা, তিনি একজন কবিও)

সকলকে শুভ শারদীয়া--

পরিতোষ চক্রবর্তী

অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা শাসক
লেকটাউন ,শিলিগুড়ি।

মহিষাসুর মর্দিনীর নেশায় সবুজ দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া ফুলবাড়ির কাঞ্চন বাড়ি একটি সবুজ গ্রাম। সেই গ্রামেই বাড়ি এল আই সির উপদেষ্টা সবুজ দাসের। তিনি পেশায় এল আই সির উপদেষ্টা হলেও নেশা তাঁর মহিষাসুর মর্দিনীর অনুষ্ঠান করা। তাঁর বয়স ৪৫ বছর। মধ্যপ্রদেশে তাঁর জন্ম। ছোট থেকেই তাঁর নেশা হয়ে ওঠে মহালয়ার অনুষ্ঠান করা। মহালয়া অনুষ্ঠান করবার জন্য আমরা সকলে জানি কালজয়ী নাম বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রকে। বাঙালির জীবনে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র একটি সাড়া জাগানো নাম। আজ সেই প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বকে না পেলেও এমন অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বকে আমরা পেতে পারি যারা মহালয়া অনুষ্ঠান করে চারদিকে সুনাম অর্জন করছেন। সবুজ দাস তাদেরই একজন। এবারেও তিনি শিলিগুড়ি এয়ারভিউ মোড়ে মহালয়ার পুণ্য প্রভাতে অনুষ্ঠান করছেন মহালয়ার। তিনি বলেন,‘ ছোটবেলাতে যখন আমি নবম শ্রেণীতে পড়ি সেই সময় বাবামায়ের সঙ্গে সাহুডাঙি আশ্রমে যেতাম। সেখানে মহালয়ার অনুষ্ঠান শুনতাম গৌরাঙ্গ দাস সহ অন্যদের কণ্ঠে। তারপর থেকে নিজেও অনুশীলন করি। আর তা অনুশীলন করতে করতে নিজে রপ্ত করি। এখন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মহালয়ার অনুষ্ঠান করবার আমন্ত্রন আসে।’প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন মানুষ এখন সবুজ দাসের মহালয়ার অনুষ্ঠান বা তাঁর সাধনা দেখে তারিফ করেন। বেশ মন দিয়ে তিনি মহালয়ার অনুষ্ঠান করে বিভিন্ন এলাকা মাতিয়ে তুলছেন।

পুজোর ফটোগ্রাফি

তীর্থ দাশগুপ্ত

কে কিরকম ছবি তোলার কথা ভাবছে তা নিয়ে অনেক কিছু নির্ভর করছে। পুজো বলে আমি সব ঠাকুরের ছবি তুলবো এটা কেও ভাবতে পারে। আবার ছবি দিনে নাকি রাতের আলোকসজ্জায় তোলা হবে সেটাও একটি দিক। কেউ মন্ডপের সামনে ছবি তুলতে ভালোবাসে, কেউ ক্যান্ডিড পোর্ট্রেট ছবি তুলতে ভালবাসে। আবার কেও মন্ডপের আশপাশে হকার, মোমোবিক্রেতা, চুড়িওয়ালা বা কানের দুল বিক্রি হচ্ছে এমন সব দৃশ্য নিয়ে স্ট্রীট ফটোগ্রাফি করতে ভালোবাসেন। কে কি ধরনের ছবি তুলতে চাইছেন তার ওপর নির্ভর করবে তার ফটোগ্রাফি।

তবে মোবাইল নিয়ে ছবি তোলা কিন্তু স্রেফ একটা রেকর্ড হিসাবে রাখার জন্য। সেটা সিরিয়াস ফটোগ্রাফি নয়। কেউ সিরিয়াসলি ফটোগ্রাফি করতে চাইলে বেসিক কতগুলো বিষয় শেখার রয়েছে। এজন্য আমার দুয়ার সবসময় খোলা। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে পরিচিত অপরিচিতরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কলকাতা থেকেও অনেকে যোগাযোগ করেন। আমি তাদেরকে আমার সাধ্য অনুযায়ী পরামর্শ দিই ফটোগ্রাফির বিষয়ে। অনেকে আমার কাছে ক্লাসও করতে চান।

আমার কাছ থেকে ফটোগ্রাফির ক্লাস করে বহু ছেলেমেয়ে আজ জীবনে স্বনির্ভর। এই সংখ্যা তিনশতো হবেই। তাদের অনেকে আজ দুটা অর্থ রোজগার করছে ফটোগ্রাফির বিভিন্ন দিকের ওপর কাজ করে। আমি গর্বিত যে দিল্লিতে আমার এমন ছাত্রও আছে যার আজ একটি অ্যাডভারটাইজিং ফটোগ্রাফির অ্যাসাইনমেন্ট চার্জই দেড় লক্ষ টাকা। এইসব ছাত্ররা আজও আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমি বহু কৃতজ্ঞ ভালো ছেলে যেমন পেয়েছি ছাত্র হিসাবে তেমনই অকৃতজ্ঞ ছাত্রও পেয়েছি। এমন অকৃতজ্ঞ ছাত্রও পেয়েছি যে কিনা এখান থেকে ফটোগ্রাফি শিখে কিভাবে আমার ফটোগ্রাফি স্কুল উঠে যাবে তার চেষ্টা করেছে।

শরতের এই আবহাওয়া ফটোগ্রাফির জন্য বেশ ভালো । বিশেষ করে সকালে ও বিকালে। আলো বেশ ভালো থাকে। উৎসবের মহলও এই সময় বেশ সুন্দর থাকে। যারা ফটোগ্রাফি জানে বা বোঝে তাদের জন্য সত্যিই এই সময়টা ভালো।

(লেখক শিলিগুড়ি শক্তিগড়ের বাসিন্দা, তিনি একজন আন্তর্জাতিক মানের ফটোগ্রাফার। বিশ্ব জুড়ে তাঁর স্বীকৃতি রয়েছে। ফটোগ্রাফি শেখানোর জন্য তার স্কুলও রয়েছে)

With Best Compliments From :

CELL. : +91 9733428885
+91 9832457627

EG

ELECTRO GROUP

Electrical Contractar & Order Supplier

BINOY CHOWDHURY SARANI
JYOTI NAGAR, 2ND MILE
SEVOKE ROAD, SILIGURI-734001

Email : electrogroupindia@gmail.com

‘আমি যেমন প্রাণ নিতে পারি, তেমনি প্রাণ দিতেও পারি’

কবি চন্দ্রচূড়

কীভাবে ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে বিষাক্ত জীবানুর বীজ। ওদের মন বলে কিছু নেই। শুধু আক্রমন করতে জানে। শেষ করে দিচ্ছে এক একটি প্রাণ। কি কারণ, কেনই এমন ভাবনা ওদের মনে এলো, কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। যে কোন কাজ করতে গেলে কম বেশি সবাই আগে ভাবে। আক্কেলহীন জীবানুর দলের মাথায় বুদ্ধি বলতে কিছু নেই। অদ্ভুত এক চরিত্র। নেশার ঘোরে আমি চন্দ্রচূড় জেনেছি---

যমরাজ দুঃশ্চিন্তায় পড়েছেন। মানুষের আয়ু যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে , সেখানে অদূর ভবিষ্যৎ এ রক্ষা করা যাবে না। আগের মতো মানুষেরা আর কম বয়সে মরে না। চিকিৎসার দৌলতে আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথিবী ভারসাম্য হারাচ্ছে। এমনভাবে চললে সবাই বেসামাল হয়ে পড়বে। কে কারে সামলাবে বলা যাচ্ছে না। যমরাজ কোন উপায় না পেয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের সাথে আলোচনায় বসেছিলেন। ইন্দ্র যমরাজার যুক্তি খন্ডন করতে পারেননি। তিনি বলেছিলেন, পৃথিবীতে মানুষ যদি না থাকে, তবে সব দেবদেবীরা অনাহারে মরবে। মানুষ যে নৈবিদ্য নিবেদন করে, তাতেই সব দেবদেবীর ক্ষুধা মেটে। কথা শুনে যমরাজ বলেছিলেন, না-হে, এমন হবে না। বেশ কিছু মানুষের প্রাণ না নিলে ভয়াবহ বিপদ সম্মুখে দেখতে পারছি। যারা থাকবে, তারা ভালো ভাবে জীবন কাটাবে। ইন্দ্ররাজ কথা শুনে বলেছিলেন, অদ্ভুত তোমার যুক্তি। কিন্তু কে এই কাজ করবে? যমরাজ বললেন, আমি একটা উপায় বের করেছি। মানুষদের সায়েস্তা করতে হলে কোন যুদ্ধাস্ত্র প্রয়োগ করে কিছু করা যাবে না। মানুষ বড় বুদ্ধিমান জীব। এদের ক্ষমতা কখনো কখনো দেবতাদের বুদ্ধিকে হার মানায়। তোমরা তো যুদ্ধ করেছ, রাক্ষসদের বিদায় করেছ। অস্ত্র যা ব্যবহার করেছ, তা সাবেকী আমলের ঠুনকো অস্ত্র ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। আমি এর বিবরন দিচ্ছি। কেননা বহু হাজার বছর গত হয়েছে,

With Best Compliments From :

Mr. Bapan Mondal

CELL : +91 94343 76821
+91 98325 32368

Jayanti travels

Making Travel easy

AIRLINES • RAILWAYS • BUS TICKETS • CAR RENTAL
PACKAGE TOUR • EVENT & CORPORATE PRONOTE

MIA GARAGE BUILDING, 2ND FLOOR, H.C. ROAD
SILIGURI, DARJEELING (WB), PH. : 0353-2535927
E-MAIL : travels.jayanti@gmail.com

আপনাদের হয়তো স্মরনে আছে।

দেবী দুর্গা দশ হাতে দশ অস্ত্র ধারণ করে মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। এর বর্ণন পুনরায় স্মরন করিয়ে দিচ্ছি।

১) ত্রিশূল-- অসুর বধের জন্য মহাদেব ত্রিশূল দেবীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। দেবীর হাতের ত্রিশূলের তিনটি ফলার তিনটি পৃথক অর্থ আছে। মানুষের তিনটি গুণ তমঃ, রজঃ ও সত্যকে ব্যাখা করে ত্রিশূলের এই তিন ফলা।

২) গদা বা দন্ড-- মা দুর্গাকে গদা প্রদান করেছিলাম আমি। এই গদার অর্থ আনুগত্য, ভালবাসা এবং ভক্তির প্রতীক।

৩) বজ্র-- দেবীকে বজ্র দান করেছিলেন দেবরাজ ইন্দ্র। এই অস্ত্র হল সংহতির প্রতীক।

৪) সাপ-- বিশুদ্ধ চেতনার প্রতীক হল এই সাপ। শেষ নাগ এই অস্ত্র দিয়েছিলেন।

৫) অগ্নি-- অগ্নিদেব প্রদান করেছিলেন অগ্নি। অগ্নি হল জ্ঞান ও বিদ্যার প্রতীক। মনে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত না হলে জ্ঞানের জন্ম হয় না।

৬) শঙ্খ ও পাশ-- দেবীর হাতে বরুণ শঙ্খ ও পাশ তুলে দিয়েছিলেন। বলা হয় এই শঙ্খই জীবজগতে প্রাণের সৃষ্টি করে বলে লোক মুখে প্রচলিত আছে। কিন্তু আমার কথায় যে নিতে জানে সে দিতেও জানে।

৭) চক্র-- দেবীকে চক্র দিয়েছিলেন বিষ্ণু। দেবীর হাতের এই চক্রের বিশেষ অর্থ হল যাবতীয় কিছু সৃষ্টির কেন্দ্র স্থলে অধিষ্ঠান করেছেন দেবী দুর্গা। এ হলো আত্মরক্ষার এক রকম কৌশল।

৮) তির-ধনুক-- তীর ধনুক দিয়েছিলেন বায়ু। এই অস্ত্র শক্তির প্রতীক। এ ঝড়ের বেগে চলতেও জানে।

৯)পদ্ম-- ব্রহ্মা দিয়েছিলেন পদ্ম। পঙ্কে জন্ম নিয়েও সেই পদ্মের রুপ লাবণ্য মোহিত করে চারিদিক। দেবী আলোক রুপে অন্ধকার দূর করতে সক্ষম। এমন বার্তা বহন করেন দেবী।

১০) সিংহ--হিমালয় দেবীকে দিয়েছিলেন সিংহ। এর অর্থ মিলিত শক্তির প্রকাশ।

এই অস্ত্রগুলো কোনটাই পরমানু বোমার মতো শক্তিশালী নয়। আমি ভেবেছিলাম, পৃথিবীর কম বেশি সব দেশে এই মারণ অস্ত্র আছে। কিন্তু এর প্রয়োগে কিছু অঞ্চল ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। রোষে ক্ষেপে গিয়ে মানুষ প্রচন্ড হিংসা ছড়াবে। লাভের লাভ তেমন কিছু হবে না। আমি খবর পেয়েছি রাসায়নিক বোমা পরমানু বোমার মতো নয়। কিন্তু এর ক্ষমতা বিশ্বের মানুষদের সর্বনাশ করতে পারে। ভয়ে এরা সবাই নিজ গৃহে থাকবে। যানবাহন, কারখানাসমূহ বন্ধ থাকবে। ফলে

সকলকে শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

ফোন ঃ 98326-47475, 74300-44706
76793-45469, 79083-86485

সপ্তক সঙ্গীত অ্যাকাডেমী

এখানে পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে

জেলা ঃ দার্জিলিং, শিলিগুড়ি

পৃথিবীর পরিবেশ স্বর্গের নন্দন কাননের মতো হবে। অল্প যারা জীবিত থাকবে, তারা শান্তিতে দিন কাটাবে। সেজন্য আমি করোনাকে ডেকে বলেছিলাম, তুমি পৃথিবীতে যাও, আমার নির্দেশ মতো কাজ করবে। তোমার কিন্তু শান্তি থাকবে না। মানুষের বুদ্ধির কাছে তোমার বুদ্ধি খুব ক্ষুদ্র। তথাপি কায়দা করে ওদের দেহে প্রবেশ করে মৃত মানুষগুলোকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। তবে মনে রেখো মানুষ এমন ঔষধ আবিস্কারে ব্যস্ত যা কিছুদিনের মধ্যে তোমাদের ধ্বংস করে দেবে। তোমাদের প্রাণগুলো আমি রাসায়নিক কক্ষে রেখে দেব। আমার সামান্যতম ভুলের জন্য মানুষ এর সন্ধান পেয়েছে। ওরা রাসায়নিক বোমা তৈরি করবার পদ্ধতি শিখেছে। আমি এই খবর পেয়ে হতাশ হয়েছি। কারণ ওরা যদি এই বোমা আমার আগে প্রয়োগ করে, তবে আমার ভাবমূর্তি নষ্ট হবে। এজন্য আগেই আমি তোমাদের পাঠিয়েছি, তোমাদের প্রাণ যাবে। করবার কিছু নেই। ভালো কাজের জন্য অনেকেই শহিদ হয়েছে। তোমরা অতি ক্ষুদ্র বলে আমি অবজ্ঞা করছি না। মানুষের সাথে আমি তোমাদের আত্মা ভিন গ্রহে পাঠিয়ে দেবো। ভিন গ্রহে জীব তৈরির পরিকল্পনা করছি। ওখানে শত শত কোটি আত্মার প্রয়োজন আছে। আত্মার রুপ ছোট বড় বলে কোন কথা নেই। আত্মা সবার ক্ষেত্রে এক শক্তির রুপকার। আত্মা না হলে জীবের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে না। কেননা আত্মা কোন দেবতা তৈরি করতে পারে না। দেবতারাও মাতৃ জঠর থেকে জন্ম নিয়েছে। ওদের আত্মা আমি প্রতিষ্ঠা করেছি। আমি যেমন প্রাণ নিতে পারি, তেমনি প্রাণ দিতেও পারি। ----এই বলে যমরাজা স্বর্গ হতে প্রস্থান করলেন। করোনা তার কাজ করছে।

(অন্তহীন বেদনার অন্তর্গত। লেখক কবি চন্দ্রচূড়। তার বাড়ি শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার শরৎ পল্লীতে)

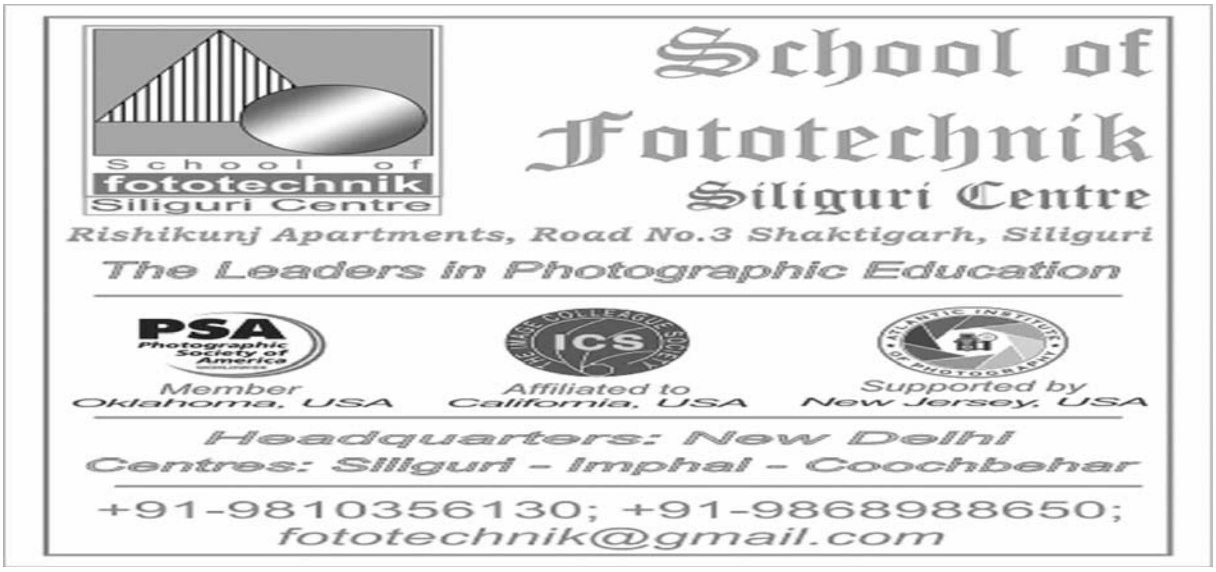

কলা-বৌ বৃত্তান্ত

বাবলী রায় দেব

মর্ত্ত থেকে কৈলাসে পা রাখতেই মা দুর্গা দৌড়ে এসে শ্রীগনেশকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ হ্যাঁ রে বাবা , কেমন দেখলি মর্ত্তের অবস্থা? তোকে ঠিক মতো খেতেটেতে দিয়েছে তো?’

ঢেঁকুড় তুলে শ্রীগণেশ বললেন,‘ বারাবারি রকমের খাইয়েছে। দেখছো না, আমার মধ্যপ্রদেশ কতটা বেরিয়ে এসেছে!

মহামারির প্রকোপ থেকে বাঁচবার জন্য সবরকমভাবে আমাকে তুষ্ট করার চেষ্টা করেছে। কিছুটা দূরে দূরে বড়োসড়ো মন্ডপ করে মোদক লাড্ডু সাজিয়ে সকালসন্ধ্যে আমার আরাধনা করেছে। আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ দেখে এলাম, জলে জঙ্গলে মাঠেঘাটে কাশ ফুলের ঢেউ উঠেছে , চারদিকে আগমনী বার্তা গমগম করছে। তুমি এবার বাকিদের নিয়ে মর্ত্ত ঘুরে এসো, আমি আর যাচ্ছি না। ’

দুর্গা ধমক দিয়ে বললেন, ‘ আশ্বিন মাস এলো বলে!আকাশে বাতাসে পুজো পুজো গন্ধ। মর্ত্তবাসীরা আমাদের জন্য কতো আয়োজন করছেন, আমারও গোছগাছ শুরু হয়ে গেছে। সব ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা দেখার জন্য বিশ্বকর্মাও মর্ত্তে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন আর তুই এখন বলছিস যাবি না?

এতোদিনের রীতিনিয়মের কোনো নড়চড় হবে না। প্রতিবারের মতো এবারও আমার হাত ধরে লক্ষী, সরস্বতী, কার্তিকের সঙ্গে তুমিও মর্ত্তে যাচ্ছ।’

‘তুমি বুঝছো না মা, কলা-বৌকে আমার পাশে দেখলেই ঋদ্ধি-সিদ্ধি রাগ করে আর মর্ত্তের লোকেরাও তো না জেনে না বুঝে কলা-বৌকে আমার বৌ বানিয়েই ছেড়েছে। এসব আমার ভালো লাগে না। ’গনেশের কথা শুনে দেবীদুর্গা অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন,‘ছি ছি, তুই ওদের বলিসনি, কলা-বৌ কে?’

‘বলেছি কিন্তু ওরা মানতে চায় না আর ফেরার পর মুষিককেও নানান ধরনের প্রশ্ন করে!’

গণেশের ম্লান মুখ দেখে দুর্গা বললেন,‘ডাক ওদেরকে। কলা-বৌকে নিয়ে এতো যখন প্রশ্ন, তখন আজই ওদের সত্যিটা জানিয়ে দেই।’

‘সেটাই ভালো।’ বলে গণেশ ঋদ্ধি-সিদ্ধিকে ডেকে নিলেন। এরই মধ্যে গনেশের থেকে মর্ত্তের খবরাখবর নেওয়ার জন্য লক্ষী, সরস্বতীও কৈলাসে এসে উপস্থিত হয়েছেন। দেবীদুর্গা বললেন,‘ দেবী লক্ষী, প্রথম পূজ্য হিসেবে গজানন মর্ত্তে পুজো শুরু করে দিয়ে এসেছে কিন্তু এখন আর আমাদের সঙ্গে মর্ত্তে যেতে চাইছে না। মর্ত্তবাসীসহ ঋদ্ধি-সিদ্ধি কলা-বৌকে নিয়ে ওকে নানান কথা শোনায়।

সকলকে শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা :-

“মৃত্যুঞ্জয়ী হও, মৃত্যুকে করো অস্বীকার; মৃত্যু তোমার দেহের বিনাশ করে, তোমাকে নয়। কারণ, আত্মা অবিনাশী, অমর। তোমার সত্ত্বার আনন্ত্যে, চেতনায় আনন্দে তুমি হবে অমরতার অধিকারী। আত্মা অসীম আর যা কিছু সান্ত তা অনন্তই ধারণ করে আছে।” - দিব্যপুরুষ শ্রী অরবিন্দ

সুশ্বেতা বোস

আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি

CA. GHANASHYAM MISHRA

F.C.A. Grad C.W.A. DISA (ICAI)
Chartered Accountant

Partner
SAHA & MAJUMDER
Chartered Accountant

Office :
"Nirmala Bhawan"
Hill Cart Road, Siliguri
Darjeeling, WB-734001
Phone : +91-0353-2432278

Residence :
Majumder Colony
Mahananda Para
Siliguri-734001
Darjeeling (W.B.)

Mobile : +91-94343-08147

e-mail : gmishra11@yahoo.com

একটু বুঝিয়ে বলো তো, কলা-বৌয়ের বৃত্তান্ত'।

গণেশের দিকে তাকিয়ে অভয়ের হাসি দিয়ে লক্ষী বললেন, 'আমরাও তো ঘর-সংসার ছেড়ে মা দুর্গার সঙ্গে মর্ত্তে যাব বলে এসেছি। বছরের দুবারই তো আমরা সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে হৈ চৈ করার সুযোগ পাই, যাবেনা না কেন শ্রীবিঘ্নেশ? ঋদ্ধি-সিদ্ধিকে আমরা বুঝিয়ে বলছি। ঋদ্ধি-সিদ্ধি শোনো--

আমাদের দেশ কৃষি প্রধান। প্রকৃতির দানেই এই ধরিত্রী শষ্যশ্যামলা। কলা-বৌ তার প্রতীক। সপ্তমীর শুরুতে নবপত্রিকার পুজোর আয়োজন করা হয়। নবপত্রিকার আক্ষরিক অর্থ হল নয়টি নতুন পাতা। নয়টি উদ্ভিদের নয়টি পাতা বা নয়টি উদ্ভিদ একত্রিত করে নবপত্রিকা তৈরি করা হয়। মূলত একটি সপত্র কলাগাছের সঙ্গে বাকি আট রকমের সমূল সপত্র উদ্ভিদ একত্রিত করে সাদা অপরাজিতার লতা দিয়ে বেঁধে তৈরি করা হয় নবপত্রিকা, সঙ্গে একজোড়া বেল বেঁধে দেওয়া হয় স্ত্রী অঙ্গের প্রতীক রুপে।

মহাসপ্তমীর সকালে পুরোহিত মশাই নিজের কাঁধে করে নবপত্রিকা নিয়ে যান নিকটবর্তী কোনো নদী, পুকুর বা জলাশয়ে। এসবের অভাবে কোনো মন্দিরে গিয়ে এই শুভ কর্ম সম্পন্ন করা হয়। ঢাক, ঢোল বাজিয়ে , শঙ্খ-উলুধ্বনির মধ্যে নবপত্রিকার স্নান দুর্গাপূজার একটি উল্লেখযোগ্য পর্ব।

শাস্ত্রবিধি মেনে তেল-হলুদ, অষ্টকলস, পঞ্চরত্নের জল, পঞ্চ অমৃত, পঞ্চ শস্য, পঞ্চ গব্য, পঞ্চ কষায়, বৃষ্টির জল, ডাবের জল, শিশির, সমুদ্রের জল, তীর্থের জল, আখের রস, বরাহদন্ত মৃত্তিকা, বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকা, সর্ব ঔষধি, মহা ঔষধি, চতুস্পদ মৃত্তিকা, পদ্মরেণু, চন্দন নিয়ে আটটি উদ্ভিদ সহ কলাগাছকে স্নান করিয়ে নতুন লালপাড় সাদা শাড়ি অথবা হলুদ শাড়ি পড়িয়ে তাতে সিঁদুর দিয়ে ঘোমটা টেনে নবপত্রিকাকে বঁধুর রুপ দেওয়া হয়। স্ত্রী রুপে সজ্জিতা এই নবপত্রিকাই বাংলার ঘরে ঘরে কলা-বৌ নামে পরিচিত। স্নানের শেষে কলা-বৌকে পূজামন্ডপে এনে মায়ের ডান দিকে গনেশের পাশে রাখা কাঠের সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। নবপত্রিকার প্রবেশের মাধ্যমেই মায়ের পুজোর মূল অনুষ্ঠানটির সূচনা হয়। নবপত্রিকার প্রবেশের পর দর্পনে দেবী দুর্গার মহাস্নানপর্ব অনুষ্ঠিত হয়। বাকি তিনদিন কার্তিক-গণেশের সঙ্গে তিন স্ত্রী শক্তির আরাধনার সময় নবপত্রিকাও পূজিতা হন কারণ উনি মাতৃরুপী দেবী দুর্গার ধরনীরুপ যিনি শষ্যদেবীরুপে বিশ্বসংসারের খাদ্য জোগান। দেবী সরস্বতী, বাকিটা এবার আপনি বলুন।'

জ্ঞানের দেবী সরস্বতী সন্মতি জানিয়ে বললেন,' নবপত্রিকা নিয়ে দেবী লক্ষী যথার্থ ব্যাখা দিয়েছেন। দুর্গাপুজোর মূল উদ্দেশ্য হলো আদিমাতা অর্থাৎ প্রকৃতিকে আহ্বান করা আর তার মাধ্যম হলো ওই নয় ধরনের উদ্ভিদ যাদের মধ্যে দেবী দুর্গার নয়টি রুপ বিদ্যমান।

কদলী, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, অশোক, বিল্ব, দাড়িম্ব, মান, ধান্য--

দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের সাহায্য কল্পে গঠিত
Dream Haven Public charitable Educational Trustসংস্থা আপনার
সহানুভূতিপূর্ণ অনুদান ধন্যবাদসহ গ্রহণ করবে।
Donation is Exempted U/S 80G
Vide order No. 80G/cit/slg/tech/2010-11 dt. 19-8-2010
approved from 07--12-2009
visit : www.dreamhaven.in (Phone : 0353-2526076)
'মুকুন্দ মালঞ্চ', ১৮ রাসবিহারী সরনি, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি
দুঃস্থরা আবেদন করতে পারেন

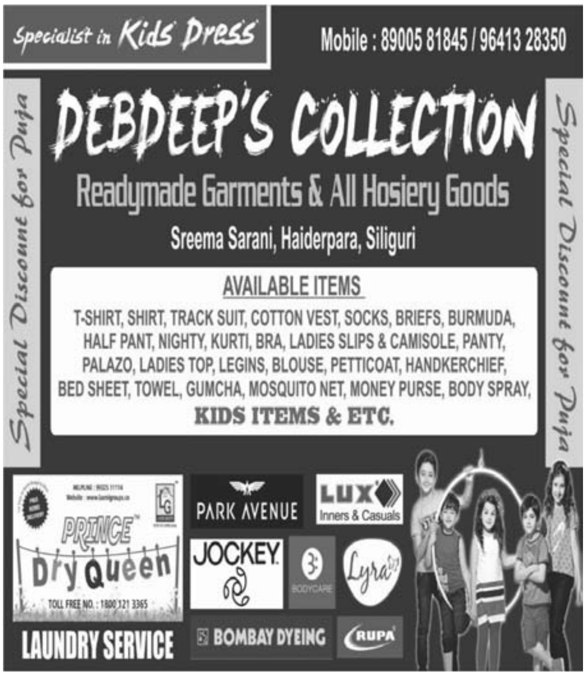

এই নয়টি বিশেষ ঔষধীয় গুণসম্পন্ন গাছের পুজো করার কারণ এরা একদিকে যেমন রোগহর্তা তেমনি ক্ষুধা নিবৃত্তির সহায়ক এবং এদের মধ্যে এক এক রুপে দেবী দুর্গা বিরাজ করেন। যেমন--

কদলী বা কলা কিংবা রম্ভা--সকলের পরিচিত কদলী একাধারে ফল, আবার সব্জিও। এর কান্ড থেকে কুঁড়ি সব অংশই কাজে লাগে। তাই নবপত্রিকা একে আশ্রয় করেই তৈরি করা হয় যার মধ্যে দেবী অধিষ্ঠিত রয়েছেন দেবী ব্রহ্মানীরুপে। কদলীর পুষ্টিগুনের জন্যে এখনকার লোকজন একে ফ্রুট অব ওয়ারিজ অর্থাৎ জ্ঞানের ফল বলে। প্রায় সকল প্রকার ভিটামিন সহ খনিজসমৃদ্ধ সুস্বাদু কদলীতে থাকে ভিটামিন এ, বি, সি, ডি এবং ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম, সুক্রোজ, ফ্রুকটোজ ও গ্লুকোজ ইত্যাদি।

কচু--কচুর গুণের কথা সার্বজনীন। রক্ত পরিশোধক কচুতে ভিটামিন এ ছাড়া থাকে প্রোটিন, ফ্যাট, শর্করা, থায়ামিন, রাইবোফ্লাভিন, ক্যালসেয়িম, লৌহ ইত্যাদি। শক্তিবর্ধনকারী কচুর মধ্যে দেবীদুর্গা শক্তিরুপিনী দেবী কালিকারুপে অধিষ্ঠান করেন।

হরিদ্রা--কর্কটরোগ প্রতিরোধক হলুদকে সংস্কৃতে হরিদ্রা বলা হয়। মূলত মশলা বা রুপ চর্চায় ব্যবহৃত হলেও এরমধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমান প্রোটিন,খনিজ লবন, ফসফরাস, ক্যালসেয়িম, লোহা ছাড়াও অন্যান্য মৌল যারা চর্মরোগসহ অন্য অনেক রোগ প্রতিরোধ করার সঙ্গে সঙ্গে দেহে টিউমারের বৃদ্ধি রোধ করে। হরিদ্রায় দেবী দুর্গা দেবী উমারুপে অধিষ্ঠান করেন।

জয়ন্তী-- জয়ন্তী লতা শ্বেতী রোগে বিশেষ উপযোগী। এতে মা দুর্গা কাত্তিকীরুপে বিরাজিত।

বেল--দেবাদিদেব মহাদেবের প্রিয় ফল বেলকে সংস্কৃতে শ্রীফল বলা হয়। বেল পাতা ছাড়া কোনো পুজোই সম্পূর্ণ হয় না। শর্করা, ভিটামিন সি,ক্যালসিয়াম, লোহা, ক্যারোটিন, স্নেহ, থায়ামিন, রাইবোফ্লবিন, নায়াসিন, অ্যাসকোরিক অ্যাসিড, টার্টারিক অ্যাসিডে সমৃদ্ধ বেল কোষ্ঠকাঠিন্য ছাড়াও অজীর্ণ, পেটের গোলমাল ইত্যাদিতে খুবই উপকারী বলে প্রসিদ্ধ। বলে মা দুর্গা দেবী শিবারুপে অধিষ্ঠান করেন।

দাড়িম্ব বা ডালিম-- রোগীর পথ্য হিসেবে বহুল পরিচিত এই ফলটি রক্ত বর্ধক এবং ক্যান্সার প্রতিরোধক। এতে মা দুর্গা দেবী রক্তদন্তিকারুপে অধিষ্ঠিত ।

অশোক--মাঝারি আকারের চিরসবুজ ভেষজ গুনসম্পন্ন উদ্ভিদটি আন্ত্রিকরোগ, উদরাময়, ত্বকের উজ্জবলতা বৃদ্ধি ও স্ত্রী রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এতে দেবী দুর্গা দেবী শোকরহিতারুপে অবস্থান করেন।

মান--কথায় ফলে মানে মান বৃদ্ধি। আমাদের পরিচিত এই উদ্ভিদটি রক্ত দোষ নাশ করার পাশাপাশি অশ্বরোগ , কোষ্ঠবদ্ধতা, বাতের ব্যথা নিরাময়ে বিশেষ ফলদায়ী। মা দুর্গা এতে দেবী

শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ
প্রোঃ বিশ্ব পাল
ফোন ঃ 9434308066
7430930462
নিউ ভুবনেশ্বরী জুয়েলার্স
NEW BHUBANESHWARI JEWELLERS
পঞ্চানন সরণী, (শ্রীমা ভবনের নিকট)
হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৬
এখানে আধুনিক ডিজাইনের হলমার্ক-এর
গহণা অতি যত্ন সহকারে তৈরী করা হয়

সকলকে শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা :-
নির্মল কুমার পাল (নিমাই)

সাধারণ সম্পাদক
হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি
শিলিগুড়ি

চামুন্ডারূপে অধিষ্ঠান করেন।

ধান--- 'যেখানে যে আছ ভগবান, আমার সন্তানের তরে দিলাম দুব্বা-ধান ' বাংলার প্রতিটি ঘরের মায়ের এই বানী থেকে বোঝা যায় ধানের গুরুত্ব। ধান ছাড়া জীবন অচল। ধান্যে মা দুর্গা স্বয়ং লক্ষীদেবীরূপে অধিষ্ঠান করেন।

'রম্ভাধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণী, কচ্বাধিষ্ঠাত্রী কালিকা, হরিদ্রাধিষ্ঠাত্রী উমা, জয়ন্ত্যাধিষ্ঠাত্রী কার্তিকী, বিল্বাধিষ্ঠাত্রী শিবা, দাড়িম্বাধিষ্ঠাত্রী রক্তদন্তিকা, অশোকাধিষ্ঠাত্রী শোকরহিতা, মানাধিষ্ঠাত্রী চামুন্ডা এবং ধান্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষী', এটি দেবী দুর্গার নয় রুপের একত্রিত মন্ত্র। 'নবপত্রিকাবাসিন্যৈ নবদুর্গায়ৈ নমঃ' মন্ত্র উচ্চারনের মাধ্যমে দেবী 'নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গা' রুপে পূজিতা হন।

এখানে কলা-বৌ হলো নবপত্রিকারুপে মায়ের শস্য-দেবীরুপ যেখানে মা ঐশ্বর্যশালিনী। মাতৃরুপী দুর্গাকে শস্য-দেবীরুপে আরাধনা করা হয় যাতে বীরভোগ্যা বসুন্ধরা সবসময় শষ্যশ্যামলা এবং সমৃদ্ধশালী থাকে। শারদীয়া পুজোয় শোকরহিতা ও রক্তদন্তিকাসহ দেবীর নয়টি রুপ যেমন প্রতিনিধিত্ব করে তেমনি শস্য-দেবীরুপে নবপত্রিকার পুজোর অর্থ দেশ যেন ধন-ধান্য-ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ থাকে এবং মনুষ্যসহ সকল জীবজন্তু যেন রোগব্যাধি থেকে মুক্ত থাকে। শারদীয়া পূজার মূল উদ্দেশ্যই এই শস্য-দেবীর আরাধনা করা। কৃষি প্রধান দেশে শস্যদায়িনী ধরনীমাতাকে সন্তুষ্ট রাখার উদ্দেশ্যে নবপত্রিকার পুজো করা হয় তবে নবপত্রিকা প্রবেশের পূর্বে পত্রিকার সম্মুখে দেবী চামুন্ডার আবাহন ও পূজা করে।

মার্কেন্ডেয় পুরাণের মতে, শুম্ভ-নিশুম্ভর অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে দেবতারা মাতঙ্গ মুনির আশ্রমে এসে দেবী দুর্গার আরাধনা করেন। সেই সময় শুম্ভ-নিশুম্ভ দেবীকে ধরে আনার জন্য চন্ড-মুন্ডকে পাঠালে দেবী তাঁর শরীর থেকে চন্ডিকা শক্তি প্রবাহিত করলেন। হিমালয়ের শিখরে চন্ড-মুন্ড দেবীকে আক্রমন করলে দেবীর কপাল থেকে একটি ভয়ঙ্কর দেবীশক্তির সৃষ্টি হলো যিনি দেবী কালী নামে পরিচিত। দেবী দুর্গা সেই সময় কালীরুপসহ আরও দশটি ভয়ঙ্কর রুপ ধরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। দেবী দুর্গার সেই দশটি রুপ হলো--দিগম্বরী, আকর্ণনয়না, পূর্ণযৌবনা, মুক্তকেশী, লোলজিহ্বা, মুন্ডমালাবিভুষিতা, চতুর্ভুজা, শ্যামবর্ণ এবং কালী।

দেবী কালীর চার হাত যার মধ্যে দুই ডান হাতে থাকে খট্টাঙ্গ ও চন্দ্রহাস, বাম দুই হাতে থাকে চর্ম ও পাশ, গলায় নরমুন্ড এবং বসনে বাঘের ছাল সেই সঙ্গে তাঁর রক্তচক্ষু এবং বীভৎস মুখ।যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূতা হয়েই চন্ড-মুন্ডকে হত্যা করে দেবী কালী গেলেন দেবী দুর্গার কাছে। দেবী দুর্গা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে চামুন্ডা নামে অভিহিত করলেন। মান গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চামুন্ডা অশুভ শক্তির নাশক, তাই নবপত্রিকার মন্ডপে প্রবেশের আগে দেবী চন্ডিকার আরাধনা করা হয় যাতে সবকিছু শুভ হয়।

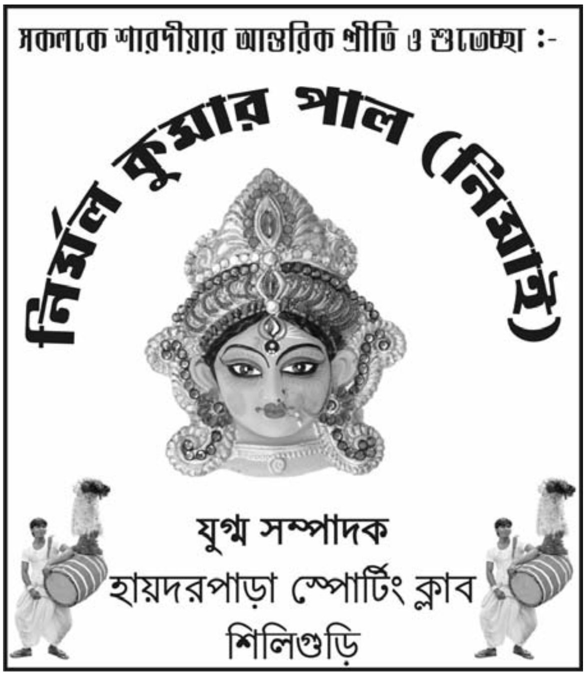

দেবী সরস্বতীর প্রবচন শুনে ঋদ্ধি-সিদ্ধি মাথায় ঘোমটা টেনে দেবী দুর্গাকে বললেন,‘ ক্ষমা করবেন মা। কলা-বৌকে নিয়ে আর কখনও কোনো কটু কথা বলবো না। সিদ্ধিদাতা আপনার সঙ্গেই যাবে। আমরা আপনাদের জন্য কৈলাশেই অপেক্ষা করবো আর হ্যাঁ আপনাদের ফেরার দিন মর্ত্তবাসীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলবো--বলো, দুগ্গা মাইকি জয়!’

ঋদ্ধি-সিদ্ধির কথা শুনে সকলে হেসে দিলে দেবী দুর্গা কপট রাগ দেখিয়ে বললেন,‘ যুগের হাওয়া তোমাদেরও লেগেছে দেখছি!’

(লেখিকার বাড়ি শিলিগুড়ি সুভাষ পল্লীতে। লেখিকা বাবলী রায়দেবের প্রথম উপন্যাস ‘ অ্যানি,ফিরে যাও’ যা গতবছর কলকাতা বইমেলায় উন্মোচিত হয়েছিল তা পাঠক মনে জায়গা করে নিয়েছে একটি ব্যতিক্রমী উপন্যাসের জন্য।সাপকে কেন্দ্র করে বইটির মুখবন্ধ লিখেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীঅমর মিত্র মহাশয়। শিলিগুড়িতে গত উত্তরবঙ্গ বইমেলায় বিশিষ্ট জনদের হাত ধরে তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রজ্জালিকা প্রকাশিত হয়েছে। বাবলীদেবীর বইগুলো পাঠক মনে জায়গা করে নিয়েছে তাঁর অসাধারণ লেখনীর জন্য। তাঁর লেখায় রয়েছে গভীরতা)

সকলকে শুভ শারদীয়া--
মোবাইল --৯৪৩৪৩৭৭৬৯৮
গোপাল প্রামানিক
কার্যকরী কমিটির সভাপতি

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

With Best Compliments From :~
Cell : 9832406788
9434221175

LAST HONOUR
(COFFIN BOX)
SHAKTIGARH
ROAD NO. 2, SILIGURI

উৎসব হোক মনের

সুমিত্রা পোদ্দার

আকাশে বাতাসে কেমন যেন মায়ের আগমনীর সুর বেজে উঠেছে। মাঠের প্রান্তরের সেই কাশবন ভরে উঠেছে আনন্দে, এই বুঝি মা এলো বলে। শিউলি ফুলের সেই সুগন্ধি ভরে উঠা সকালগুলো যেন আমাদের , মায়ের উপস্থিতির জানান দেয়। শরৎ এর ছোঁয়ায় মায়ের এই আগমন যেন হাজার ও মানুষের এক বছরের বহু প্রতীক্ষার ফল। মায়ের এই আগমনী যেন প্রতিটি মানুষের মনে উৎসবের আনন্দ এনে দেয়। এইস্থানে একটি গান ভীষন মনে পড়ছে--‘ বাজলো তোমার আলোর বেণু,/মাতলো রে ভুবন।/বাজলো তোমার আলোর বেণু/ আজ প্রভাতে সে সুর শুনে খুলে দিনু মন।/অন্তরে যা লুকিয়ে রাজে/অরুণ বীণায় সেই সুর বাজে।/এই আনন্দ যজ্ঞে সবার মধুর আমন্ত্রণ’।

আটদিন ব্যাপী মায়ের এই আগমনে গ্রাম ও শহরের অলিগলি আলোক সজ্জায় ভরে উঠে। সেই সাথে পরিবারের সাথে জমজমাটি আড্ডা ও প্রতিমা দর্শন এই ভাবে আনন্দ করেই আমাদের বিগত বছরগুলো আনন্দের সাথে কেটে যেত। কিন্তু দীর্ঘ দেড় বছর যাবত সমগ্র বিশ্ব সংসার করোনা নামক মহামারীর সঙ্গে লড়ে চলেছে ।এখন পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে ঠিকই কিন্তু পরিস্থিতি পুরোটা ঠিক হয়নি। গত বছরের মতো এই বছরও পুজোতে সরকার নির্দেশিকা বেশ কিছু নিয়মনীতি মেনে উৎসব পালন করতে হবে। সেই জন্য হয়তো তেমনভাবে প্রতিমা দর্শন বা পুজো পরিক্রমা করা সকলের হয়ে উঠবে না কিন্তু মাতো আমাদের ঘরেও আছে, সেটা কিন্তু ভুলে যেও না। আমাদের জন্মদাত্রী মা। হয়তো এই বছর পুজো তেমনভাবে ঘুরতে যাওয়া হবে না কিন্তু পুজোর ওই দিনগুলোতো আমরা পরিবারের সাথে আনন্দ করে থাকতে পারি। সেই পুরনো দিনের মতো পুজোতে বাড়ির সবাই মিলে দুপুরে ভুরিভোজ ও সন্ধ্যার আড্ডা।

ছোটো করে হলেও পুজো হবেই, কারণ মাতো আসবেই।

‘ আলোয় আলোয় আকাশ/শিশিরে ভেজা ঘাস,/কাশফুলের সেই দোলা,/আর শিউলির সুবাস,/সাথে রয়েছে ঢাকের শব্দ/ও শঙ্খ ধ্বনি/ছড়িয়ে দিতে শান্তির বাণী।/এলো মা দুর্গার আগমনী।/মুছে যাক সমস্ত জ্বর-ব্যাধি।/ধুয়ে যাক সব গ্লানি,/ভালো থাক, সুস্থ হোক,/এই বিশ্ব সংসারের সকল প্রাণী। /মনে মনে শুধু এই আনন্দ,/এই বুঝি মা দুগ্গা এলো।’

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সকলের পুজো খুব ভালো কাটুক এই কামনা করি। করোনা যেহেতু এখনো আছে তাই সকলে সতর্ক থাকবেন ও সকলকে সতর্ক রাখবেন। উৎসব হোক মনের।

(লেখিকা শিলিগুড়ি কলেজের বি এ তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী । বাড়ি ইস্টার্ন বাইপাস লাগোয়া মাঝাবাড়িতে)

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

আত্মা ও মন

(গাণিতিক বিশ্লেষন)

প্রকাশিত

আত্মা ও মনের অস্তিত্ব সম্পর্কে পৃথিবীতে
এই প্রথম বাংলা ভাষার কোনও বই প্রকাশিত হল।

প্রকাশক ঃ কর্পোরেট পাবলিসিটি
লেখক ঃ নির্মলেন্দু দাস
(শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

পুজোয় গরিব শিশুদের পাশে দাঁড়ান

পরিতোষ চক্রবর্তী

প্রথমেই সকলকে শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। শিলিগুড়ি লেকটাউনে আমার বাড়ি। আমার বাড়ির পাশেই রয়েছে সানরাইজ ক্লাব। সেই ক্লাবেই পুজোর সময় একটু সময় দিই। এখন আমার অবসর জীবন। ২০০২ সালে অতিরিক্ত জেলা শাসকের পদ থেকে অবসরগ্রহন করেছি। তারপর ২০১৩ সালে ওয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড থেকেও অবসরগ্রহন। এখন বাড়িতে গান শুনে ,লেখালেখি করে এবং বই পড়ে সময় অতিবাহিত হয়। তাছাড়া দুএকটি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। মেয়েদের খেলাধূলার সংস্থা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি এখন। রামকৃষ্ণ মিশনের কিছু কাজও করি।

এবারে পুজোর মধ্যেও চিন্তা রয়েছে করোনা নিয়ে। গতবছরও করোনা আবহে পুজো হয়েছে। ফলে সেভাবে আনন্দ হয়নি। ছেলেমেয়েরা ইচ্ছে থাকলেও পুজো মন্ডপে গিয়ে আনন্দ বা হই হুল্লোড় করতে পারেনি। এবারেও মেনে চলতে হবে করোনার বিধি। অর্থাৎ মুখে মাস্ক বেঁধে রাখতে হবে। স্যানিটাইজার সঙ্গে রাখতে হবে। এবং ভিড় বা জমায়েত এড়িয়ে চলাই যুক্তি সম্মত। তৃতীয় ঢেউ আসার একটা সম্ভাবনা রয়েছে বা আশঙ্কা করা হচ্ছে। এবারেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্লাবগুলোকে পুজো করার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা করে অনুদান দিচ্ছেন। খুব ভালো। আমি বলবো, ক্লাবগুলো এবারেও বেশি করে ভাবুক গরিব শিশুদের কথা। অনেক শিশু এই সময় কষ্টে আছে। পুজোর সময় আনন্দের দিনে এই সব দুঃস্থ শিশুরা আশা করে একটা নতুন বস্ত্র। কাজেই ক্লাবগুলো এই দিকটি বিশেষভাবে চিন্তা করুক। যারা আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর তাদের পাশে দাঁড়ানোই পুজোর মধ্যে বাড়তি একট বার্তা বহন করে।

পুজো নিয়ে আমি লিখছি। একটি স্যুভেনিয়র প্রকাশিত হবে। তাতে করোনার স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার ওপর পরামর্শ সমেত লেখা দিচ্ছি। পুজোর এই সময় অনেক পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হোত। কিন্তু করোনার ঝড়ে সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেই দিক থেকে বলবো, খবরের ঘন্টা নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে। খবরের ঘন্টা পত্রিকাতে অনেক নতুন লেখকের লেখা প্রকাশিত হয়েছে। অনেক শিশুর লেখা খবরের ঘন্টা ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে। খবরের ঘন্টার এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাই। কেননা নতুন ছেলেমেয়েরা লেখার সুযোগ পেলে তাদের লেখার হাত আগামী দিনে আরও ভালো হবে। লেখার উৎকর্ষতা আরও বাড়বে। সকলের প্রতি আবেদন, খবরের ঘন্টার এই প্রয়াসে আপনারা সকলে এগিয়ে আসুন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

(লেখকের বাড়ি শিলিগুড়ি লেকটাউনে। তিনি অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা শাসক)

সকলকে শুভ শারদীয়া

মহিষাসুর মর্দিনী অনুষ্ঠানের জন্য যোগাযোগ করুন--

সুকুমার ঘোষাল

রুদ্রবীনা গোষ্ঠী
মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি।
যোগাযোগের নম্বর --৯৮৩২০০৯৪৭৫

শিলিগুড়ি কুমোরটুলির বেহাল রাস্তা , প্রশাসন নজর দিক

অধীর পাল

সকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা। আমি শিলিগুড়ি কুমোরটুলির মৃৎ শিল্প উন্নয়ন সমিতির সভাপতি। পুজোর মুখে আমাদের কুমোরটুলি নিয়ে কিছু কথা মেলে ধরতেই হচ্ছে। তা হলো রাস্তার সমস্যা। কুমোরটুলির মধ্যে গাড়ি নিয়ে যাতায়াত করাটা বড় সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে। আমরা চাই প্রশাসন গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি দেখুক।

পুজো হচ্ছে। প্রথম দিকে বাড়ির পুজো যারা করেন তারা প্রতিমা তৈরির বায়না দিয়েছেন। কিন্তু বড় বারোয়ারি পুজোগুলোর বায়না তেমন নেই। গতবছরও তেমন প্রতিমা তৈরির বায়না হয়নি। গতবারের মতো পরিস্থিতি ধরে নিয়েই এবারে কাজ করছেন মৃৎ শিল্পীরা। গণেশ পুজোর বিষয়টি দেখলাম ভালোই। আমাদের শিলিগুড়ি কুমোরটুলি থেকে দুশোর বেশি গণেশ প্রতিমা ডেলিভারি হয়েছে। মনসা পুজো যা হওয়ার হয়েছে। এখন বিশ্বকর্মা, দুর্গা, লক্ষী, কালী পুজো। একদমই যে কিছু হবে না তা বলা যায় না। আবার খুব যে ভালো হবে তাও বলা যাচ্ছে না।

শিলিগুড়ি কুমারটুলি কুড়ি পঁচিশ বছরের পুরনো। তারমধ্যে অনেক উন্নয়ন হয়েছে এখানে। মাটির প্রতিমা ছাড়া ফাইবার গ্লাস, স্টোন ডাস্ট, বিভিন্ন আর্ট, তিবেতিয়ান আর্ট, নালন্দা আর্টের কাজ হচ্ছে এখানে। আমাদের বিস্তার অনেক। শিলিগুড়ি শহরের পাশে সিকিম, ভুটানে অনেক ফাইবার গ্লাসের কাজ যায়। ভুটানের হাত দিয়ে অরুনাচল প্রদেশ বা অন্য রাজ্যগুলোতেও কাজ গিয়েছে আমাদের। পঞ্জাবের লুধিয়ানা, হায়দরাবাদেও আমাদের কাজের নমুনা গিয়েছে। শিলিগুড়ির পাশে বিহার, নেপালেও আমাদের এখান থেকে প্রতিমা যায়। পাহাড়ের অধিকাংশ প্রতিমাই যায় শিলিগুড়ি কুমারটুলি থেকে। উত্তরবঙ্গের অন্য অনেক বড় পুজোগুলোর প্রতিমাও কিন্তু ইদানীং শিলিগুড়ি থেকে যাচ্ছে। এই কুমারটুলি ঘিরে অনেকের

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

সবার সেরা-

গোরুমারা'র সেরা ঠিকানা

PANCHAVATi FOREST RESORT

GORUMARA NATIONAL PARK
LATAGURI-735219, DIST. JALPAIGURI
Cell : 98320-68303 / 60164, 79089-29583 Ph. : 03561-266284
www : panchavatiforestresort.com

কর্মসংস্থান জড়িত। আশপাশের অনেক বস্তির লোকজন এর সঙ্গে যুক্ত। মালদা, কৃষ্ণনগর সহ অন্য স্থান থেকে বহু শ্রমিক, শিল্পী শিলিগুড়ি আসছেন কুমারটুলিতে কাজ করবার জন্য। তার বাইরে বাঁশের কাজ, সুতলির কাজ, সাজসরঞ্জাম বিরাট একটা শিল্প এর সঙ্গে রয়েছে। আমার হিসাবে কয়েক কোটি টাকার লেনদেন এখানে হয়। বহু মানুষের রুটিরুজি এখানে জড়িত। এখান থেকে সরকার বহু টাকা রাজস্বও পেয়ে থাকে। কাজেই সবমিলিয়ে শিলিগুড়ি কুমারটুলিকে অবহেলা করা যাবে না কোনোভাবেই। অথচ এইরকম কুমোরটুলি থেকে প্রবেশ বা বের হওয়ার রাস্তা সেভাবে নেই। সত্তর বছরের পুরনো একটি রাস্তা এখানে ছিলো। সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন মহানন্দা নদীর ধারে অস্থায়ী ভাবে একটি রাস্তা নির্মান করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই রাস্তা যথেষ্ট নয়। আমরা চাই পুরনো সেই পরম্পরার রাস্তা আবার খুলে দেওয়া হোক।

দুর্গা প্রতিমা এখানে মহালয়ার পর থেকে ডেলিভারি শুরু হয়। সাড়ে চারশ দুর্গা প্রতিমা এখান থেকে ডেলিভারি হয়। ডেলিভারি টাইমে দিনরাত জ্যাম লেগে থাকে এই এলাকাতে। বহু গাড়ি আসে প্রতিমা ডেলিভারি নেওয়ার জন্য। অথচ রাস্তা ভালো নেই। উত্তরবঙ্গের গর্বের একটি কেন্দ্র এই কুমারটুলি। মাটি শিল্পের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। আমরা চাই প্রশাসন রাস্তার দিকটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করুক। এবং আমাদের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসুক।

এবারেও প্রতিমা তৈরির সব উপকরনের দাম বৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু প্রতিমার দাম সেভাবে বাড়েনি। আমি এখন সেভাবে দুর্গা প্রতিমা তৈরি করিনা। আমি এখন তিবেতিয়ান আর্টের ওপর জোর দিচ্ছি। আমাদের কাছে অর্ডার প্রচুর আসে তিবেতিয়ান কাজের ওপর। সেই সব তৈরি করে সরবরাহের সময় চলে যায়। আমি পুরুষানুক্রমে এই কাজ করি। আমাকে নিয়ে তেরো পুরুষ ধরে চলছে। আমি বহরমপুরে যামিনী পালের ছাত্র গনেশ তালুকদারের কাছ থেকে প্রশিক্ষন নিয়েছি। রাজকুমার সাউয়ের কাছ থেকে প্রশিক্ষন নিয়েছি। তাছাড়া শিলিগুড়ির প্রয়াত বিখ্যাত দেবেন পালের কাছ থেকে প্রতিমা তৈরির প্রশিক্ষন নিয়েছি। পরে ১৯৭৯ থেকে কারখানা গড়ে আমি কাজ শুরু করি।

(লেখক শিলিগুড়ি কুমারটুলির মৃৎশিল্প উন্নয়ন সমিতির সভাপতি এবং একজন স্বনামধন্য মৃৎ শিল্পী)

সকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা ঃ

PH. NO. 9434352330

আবীর দাস

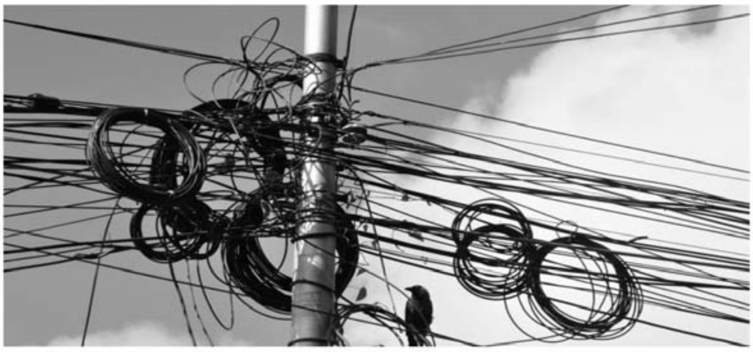

হ্যাথওয়ে কেবল অপারেটর

অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ি ইসকনে বিমলাদেবী রুপেই পূজিতা হন দেবী দুর্গা

স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয় দাস (সভাপতি, ইসকন, শিলিগুড়ি)

আবারও এসেছে শরৎ কাল। আবারও এসেছে দেবী দুর্গার পুজো। কিন্তু করোনা আবহে বহু মানুষ দুর্বিসহ অবস্থায় রয়েছে। এমনও রয়েছে যে অনেক পরিবারে শিশু একলা হয়ে গিয়েছে। তাদের অনেকের বাবা মা করোনায় প্রয়াত হয়েছেন। গোটা বিশ্ব জুড়েই একটা সঙ্কট এনে দিয়েছে এই করোনা। এরমধ্যেই আমরা আবারও ব্রতী হয়েছি দেবী দুর্গার পুজোয়। দেবী দুর্গার আর এক নাম দেবী বিমলা। শিলিগুড়ি ইসকন মন্দিরে রয়েছে জগন্নাথ দেবের মন্দির। সেখানেই রয়েছে বিমলাদেবীর মূর্তি। আমরা ইসকনে ঘট স্থাপনের মাধ্যমে বিমলাদেবীর পুজো করবো নিয়ম সহকারে। এমনিতেই সারা বছর ধরেই বিমলাদেবীর পুজো হয়। তবে এই সময় তা অন্যভাবে হবে। আমরা বিমলাদেবী বা দেবী দুর্গার কাছে প্রার্থনা করবো, আসুরিক প্রভাব থেকে জগৎকে রক্ষা করবার জন্য মা যেন কৃপা করেন আমাদের। নেতিবাচক বা আসুরিক প্রভাব মানে করোনার প্রভাব। করোনা অনেকগুলো রুপ নিয়ে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে পৃথিবীজুড়ে।

সত্ব, রজঃ,তম এই তিনগুন রয়েছে। এই তিনগুনে আমরা বন্ধন। যারা এই করোনাতে বিধ্বস্ত হয়েছেন তারা যাতে একটা স্থিতাবস্থাতে আসেন তার প্রার্থনা করবো এই পুজোতে। আমরা সমব্যথী সেই সব ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের প্রতি। যারা স্বজনদের হারিয়েছেন তাদের প্রতি আমরা সহমর্মিতা জানাই। করোনার এই পর্বে আমরা শিলিগুড়ির ইসকন মন্দির থেকে সর্বত্র খাদ্য সামগ্রী বিতরন করেছি বহু। শিলিগুড়ি ও তার আশপাশে যারা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তাদের প্রতি আমরা খাদ্য সামগ্রী বিতরন করেছি। শিলিগুড়ির পাশাপাশি গোটা ভারত জুড়েই আমাদের ইসকন সাধুরা এই সময় অসহায় মানুষের সঙ্গে থেকেছেন। বহু শুভানুধ্যায়ী, পৃষ্ঠপোষক আমাদের পাশে থেকেছেন বলেই আমরা তা পেরেছি। এভাবে যদি আমরা একে অপরের পাশে থাকি, তবে একটা সুন্দর পরিবেশ তৈরি হবে। আমাদের বড় পরিচয় আমরা মানুষ, আমাদের জাতধর্ম যেন বড় পরিচয় না হয়ে দাঁড়ায়। এই শারদীয়ার সময় প্রার্থনা করবো আমাদের মধ্যে থেকে অশুভ শক্তি বিদায় নিক। সর্বত্র শুভ শক্তির আলো ছড়িয়ে যাক। শিলিগুড়ি ইসকনে নবরাত্রি পালিত হবে। অন্য সময়ের তুলনায় একটু বাড়তিভাবে শিলিগুড়ি ইসকনে বিমলাদেবীর আরাধনা হবে এই সময়।

সকলকে শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

উৎপল সরকার
মৌমিতা সরকার
কোয়েল সরকার
অনির্বান সরকার

শারদীয়ার পুণ্য আলোকে
সকলে অন্তরের
আলোকে আলোকিত হউক

সরকার পাড়া, সেভক রোড, শিলিগুড়ি

গাজলডোবায় বরোলির আকর্ষন বাড়ছে

পরিমল বোস

সকলকে শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। করোনা আবহে এবারেও দুর্গা পুজো হচ্ছে। আর পুজোর আগে গাজলডোবার পরিবেশ আরও আকর্ষনীয় হয়ে উঠেছে। এখানে আমাদের বরোলি রেস্টুরেন্টের পরিবেশও আরও সুন্দর করে তোলা হয়েছে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, বিষয়টি নতুন নয়, চার পাঁচ বছর আগের পুরনো। আমাদের বরোলি রেস্টুরেন্ট চত্বরে অনেক প্রজাতির কুকুর রয়েছে। বিদেশী প্রজাতির কুকুর শাবক বিক্রিও করা হয় এখান থেকে। আমাদের এই রেস্টুরেন্ট চত্বরে রয়েছে অনেক দেশি মুরগি। তার সঙ্গে হাসতো আছেই। রয়েছে অন্য অনেক পাখি। যারা গাজলডোবা বেড়াতে আসেন তারা একবার অন্তত আমাদের এই সুন্দর পরিবেশে সময় কাটাতে আসেন। এখানে রাতে থাকার বন্দোবস্তও রয়েছে। আটটি রুম রয়েছে। সেই সব রুম সাজিয়ে তোলা হচ্ছে এখন। রং করা হচ্ছে। তিন চার রকমের বরোলি মাছ রান্না হয়। তার সঙ্গে অন্য মাছও রয়েছে। নদিয়ালি মাছ যেমন রান্না হয় তেমন রুই, কাতল, মোরলা, চিকেন দেশি এবং বয়লার, মাটন সবই রয়েছে। তন্দুরির আইটেমও রয়েছে।

বরোলির এই পরিবেশে সবুজ আর সুবজ। পুজোর মধ্যে কটা দিন ছুটি কাটাতে অনেকে বরোলিতে থাকার জন্য বুকিং করছেন। এখানে পুকুর রয়েছে সুন্দর। কেউ যদি মনে করেন পুকুরে মাছ ধরে তা রান্না করে খাবেন তাও খেতে পারেন। আবার বাইরে থেকেও অনেকে এখানে এসে মাছ ধরছেন। শিলিগুড়ি শহর থেকে কিছু মাছ ব্যবসায়ী বরোলির পুকুর পাড়ে গিয়ে তাজা মাছ ধরে আনেন। তারপর তা শিলিগুড়ির বাজারে বা বাড়ি বাড়ি ফেরি করেন। তবে পুকুর পারে যারা অনেক সময় থাকেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলবো, পুকুর বা তার আশপাশে কেউ গুটখার প্যাকেট, প্লাস্টিক ফেলবেন না। কিছু মানুষের মধ্যে এখনও সচেতনতার অভাব রয়েছে।

পুকুরটি ছয় বিঘা জমির ওপর। বরোলির এখানে চাষবাস পঁচিশ বছর ধরে চলছে। মোট চৌদ্দ বিঘা জমির ওপর এই বরোলি রেস্টুরেন্ট। পুকুরে বিভিন্ন মাছ রয়েছে। রবিবার করে টিকিট দেওয়া হয় পুকুরে মাছ ধরার জন্য। এরজন্য অবশ্য কিছু অর্থ দিতে হয় আমাদের। বছরে একবার করে মাছের বিভিন্ন পোনা আমরা পুকুরে ছাড়ি।

অনেকে এখানে পিকনিক করতে আসেন। এই সেপ্টেম্বর অক্টোবর থেকে অনেকে পিকনিকের জন্য খোঁজখবর শুরু করেন।

আমার আগে প্লাই উড ফ্যাক্টরি ছিল। তার সঙ্গে প্রমোটিং করতাম। ১৯৯৭ সাল থেকে ভাবনা হলো এই রেস্টুরেন্ট খোলার। আগামী দিনে এখানে আরও কটেজ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।

তবে কোনও রেট আমরা বৃদ্ধি করিনি এই করোনা পর্বে। এখানে থাকা খাওয়ার জন্য যে রেট করোনার আগে ছিল এখনও তাই রয়ে গিয়েছে।

(লেখক বরোলি রেস্টুরেন্টের প্রধান কর্ণধার, তাঁর বাড়ি শিলিগুড়ি কলেজ পাড়ায়)

ছোট থেকেই সঙ্গীতের নেশা

বিপ্লব কুমার সরকার।

নমস্কার সকলকে। খবরের ঘন্টার সকল পাঠককে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আমি শিলিগুড়ি পশ্চিম আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা। ছোট থেকেই আমার নেশা সঙ্গীত চর্চা। পনের ষোল বছর আগে বেশি করে শুরু হয় সঙ্গীতের চর্চা। মাঝখানে কিছুদিন তা বন্ধ ছিল। আবার তা শুরু করেছি। আমার সঙ্গীতের গুরু হলেন বসন্ত মোহন্ত। দ্বিতীয় গুরু দিলীপ রায়চৌধুরী। তাদের কাছ থেকে হাতে খড়ি আমার। আজ বসন্ত মোহন্তজী আমাদের মধ্যে নেই। ওনার কাছে গান শিখে যতটা উন্নতি করেছি, দীর্ঘদিন বন্ধ থেকেও ওনাকে অনুভব করি। গুরুদেব বেঁচে থাকলে আরও অনেক কিছু শিখতে পারতাম। সঙ্গীত ছাড়া আমি বাঁচবো না। সঙ্গীত আমাদের জীবনের স্পন্দন। সঙ্গীত সবসময় আমাকে বিভিন্ন কাজে উদ্বুদ্ধ করে। এবারে বলবো, করোনার কারনে বিগত প্রায় দেড় বছর ধরে সব অনুষ্ঠান বন্ধ। যারা আমাদের মতো শিল্পী রয়েছেন তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে না পারায় কষ্টে রয়েছেন। আমরা সবাই অপেক্ষা করছি, কবে করোনা বিদায় নেবে আমাদের মধ্যে থেকে। এখন পুজোর আগে সংক্রমন একটু কমলেও করোনা পুরোপুরি বিদায় নেয়নি। তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। মুখে মাস্ক, জমায়েতে না যাওয়ার মতো বিধি মেনে চলতে হবে। আর সকলকে টিকা গ্রহন করতে হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সেই সঙ্গে বলবো খবরের ঘন্টা এগিয়ে যাক। খবরের ঘন্টার ইতিবাচক প্রয়াস সফল হোক।

(লেখক একজন সঙ্গীত শিল্পী, তাঁর বাড়ি শিলিগুড়ি পশ্চিম আশ্রমপাড়ায়)

বিশ্বকর্মা পুজোয় ব্যতিক্রমী মানবিক কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বিশ্ব কর্মা পুজো উপলক্ষ্যে প্রতিবছর ব্যতিক্রমী সামাজিক ও মানবিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে শিলিগুড়ি জ্যোতিনগরের বিনয় চৌধুরি সরনির ইলেক্ট্রোগ্রুপ। এবারেও সেই অনুষ্ঠানে খামতি ছিল না। ১৭ সেপ্টেম্বর সেই অনুষ্ঠান হয় সকাল থেকে। লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি ডিগনিটির সহায়তায় হয় মূল অনুষ্ঠান। বিশ্ব কর্মা পুজো নিষ্ঠার সঙ্গে করবার পাশাপাশি সেখানে রক্ত দান অনুষ্ঠিত হয়। তার পাশাপাশি ফুড ফর অল কর্মসূচিকে সামনে রেখে সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরন করা হয়। তার বাইরে ছিল বিনামূল্যে চোখ পরীক্ষা শিবির। এছাড়া মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরন করা হয়। ইলেক্ট্রোগ্রুপের প্রধান কর্ণধার তথা সমাজসেবী অপূর্ব ঘোষ বলেন, মানুষের সেবাই হলো ঈশ্বর সেবা।সেই দিকে তাকিয়েই তাদের ওই সব মানবিক কর্মসূচি। প্রতিবছর বিশ্ব কর্মা পুজোর দিন তাঁরা ওই সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এবারে কুড়ি বছর হওয়াতে সেই অনুষ্ঠানে আরও সংযোজন বেশি ছিলো। দুশজন অনগ্রসর মহিলার মধ্যে বিলি করা হয় শাড়ি। অনুষ্ঠানে পদ্মশ্রী করিমূল হক, লায়ন্স ক্লাবের ডিস্ট্রিক্ট গর্ভনর শঙ্কর কুমার দাস সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। বহু গরিব মানুষ এই কর্মসূচির মাধ্যমে উপকৃত হন।

করোনা বিধি মেনেই পুজো আনন্দময়ী কালিবাড়িতে

ভাস্কর বিশ্বাস (সাধারণ সম্পাদক)

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা। আমরা এক বিরাট সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি । কেননা সকলেই জানেন করোনার কথা। কিভাবে করোনা আমাদের ক্ষতি করে চলেছে তা সকলেই দেখছেন। গোটা বিশ্ব করোনার জেরে ব্যতিব্যস্ত। বহু মানুষের প্রাণ চলে গিয়েছে। বহু শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে অনেকের চাকরি চলে গিয়েছে। অর্থনৈতিক সঙ্কট তীব্র আকার ধারণ করেছে। কিন্তু এরমধ্যেই লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। সকলে একযোগে ধৈর্য্য ধরে লড়াই চালিয়ে যেতে পারলেই একদিন বিদায় নেবে করোনা। দ্বিতীয় ঢেউয়ের ভয়াবহ রুপ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এখন অনেকে আশঙ্কা করছেন, তৃতীয় ঢেউয়ের। তাই আমাদের লড়াই থামিয়ে দিলে চলবে না। আমাদের সকলকে মেনে চলতে হবে করোনা বিধি। অর্থাৎ মাস্ক বেঁধে রাখতে হবে। ভিড় বা জমায়েত করা চলবে না। হাত স্যানিটাইজড করতে হবে বা সাবান দিয়ে হাত পরিস্কার করতে হবে। তার সঙ্গে টিকাকরন চালিয়ে যেতে হবে। আমরা শিলিগুড়িতে আনন্দময়ী কালিবাড়ির উদ্যোগে টিকাকরন শিবির এক প্রস্থ করেছি। আগামীদিনে আরও টিকাকরন শিবির হবে। তার পাশাপাশি এই করোনা দুর্যোগে অসহায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে আমরা ধারাবাহিকভাবে ত্রাণ পৌঁছে দিয়েছি। পুজোকে সামনে রেখেও সেই ধরনের মানবিক কাজ আরও বেশি করে চলবে। গতবছরও করোনা আবহে নিয়ম করে দুর্গা পুজো অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের কালিবাড়িতে। এবারও তা হবে। আপনারা সকলে জানেন শিলিগুড়ি আনন্দময়ী কালিবাড়ির ঐতিহ্যের কথা। চারণ কবি মুকুন্দ দাসের স্মৃতি বিজড়িত এই কালিবাড়ি। আমরা মনে করি মানুষের সেবাই হলো বড় ধর্ম। সেই লক্ষ্যে আমরা সারা বছর ধরে বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কাজ চালিয়ে যাই। এবারও তা হবে।

এবার কালিবাড়ির পুজো নব্বইতম বর্ষে পদার্পন করেছে। পুরনো রীতি মেনেই দুর্গা প্রতিমা তৈরি হচ্ছে কালিবাড়ি চত্বরে। করোনার কারনে অতিরিক্ত ভিড় এড়াতে অঞ্জলি এবং প্রসাদ বিলিতে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে । পুজোর আগেই দুহাজারের মতো শাড়ি বিলি করা হবে অনগ্রসর মহিলাদের মধ্যে। কিছু সুকনো খাবার বিলির ভাবনাচিন্তাও রয়েছে। আগের মতো চাঁদা কাটা হচ্ছে না। তবে বাইরে থেকে অনেক ভক্ত কালিবাড়িতে এসে পুজোর চাঁদা প্রদান করে যাচ্ছেন। পুজোর আগে ১৯ সেপ্টেম্বর রবিবার কালিবাড়ি চত্বরে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। পুজোর পর আরও কিছু সামাজিক কাজ হবে। পুজোর কদিন আমরা সকলের মধ্যে করোনা সচেতনতার প্রচার করবো। এই মন্দির চত্বরেই নতুন দুর্গা মন্দির তৈরি হচ্ছে। রাজস্থান থেকে মার্বেল ইত্যাদি নিয়ে এসে দুর্গা মন্দির তৈরি করা হচ্ছে। তবে করোনার কারনে সেই মন্দির তৈরির কাজের গতি কিছুটা কমে গিয়েছে।

(লেখক শিলিগুড়ির আনন্দময়ী কালিবাড়ির সাধারণ সম্পাদক)

পুজোর দিনগুলো ভালোয় কাটুক
সচেতনতায় করোনার পরাজয় ঘটুক
প্রোঃ শ্যামল দাস
মোবাইল ঃ ৭৬৭৯৪৭১৪৪৩
গনেশ ভান্ডার
এখানে মুদিখানার
সমস্ত সামগ্রী পাওয়া যায়

সচিত্র পাল সরনি, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের কাছে,
হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি।

শাড়ি বিলিতে লায়ন্স ক্লাব

লায়ন সুরেশ সিনহল

সকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা। করোনা আবহের মধ্যে এবারও দুর্গা পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। লায়ন্স ক্লাবের তরফে আমরা সকলকে করোনা সতর্কতা মেনে চলার জন্য পরামর্শ দিচ্ছি। আমি লায়ন্স ক্লাবের গ্লোবাল একশন টিমের ভাইস কোঅর্ডিনেটর। পুরো ডিস্ট্রিক্টে ১৩০টির বেশি শাখা রয়েছে লায়ন্স ক্লাবের। লায়ন্সের ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর লায়ন শঙ্কর কুমার দাস। তাঁর নেতৃত্বে আমরা সারা বছর ধরে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করতে থাকি। আর সার্ভিস প্রজেক্টগুলো নিতে থাকি। সেই সার্ভিস প্রজেক্টের প্রধান হলেন লায়ন বিষ্ণু কেডিয়া। সকলের সঙ্গে কথা বলে সকলে মিলে লায়ন্স ক্লাব তাদের সেবামূলক কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। করোনার পর্বে অক্সিজেন সরবরাহ করা, বাড়িতে খাবার পৌছে দেওয়ার মতো কাজ ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে গেছে লায়ন্স ক্লাবের সদস্যরা। এখন করোনা একটু কমেছে। আর সেই সঙ্গে পুরোদমে চলছে টিকাকরন। তরাই ব্লাড ব্যাঙ্ক এবং লায়ন্স নেত্রালয় পুরোদমে মন দিয়ে টিকাকরন চালিয়ে যাচ্ছে। প্রথম দিকে এই টিকাকরনে যোগ দেয় শিলিগুড়ি গ্রেটারও। সুন্দরভাবে টিকাকরন শিবির আয়োজন করে। লায়ন্স তরাই ব্লাড ব্যাঙ্ক সম্প্রতি পয়সা নিয়ে ৫০ হাজার জনকে টিকাকরন করতে পেরেছে। এখনও তারা অনবরত টিকাকরন চালিয়ে যাচ্ছে। লায়ন্স নেত্রালয় টিকাকরন দশ হাজার জনকে দিয়ে ফেলেছে। আবার অন্য ক্লাব মিলিয়ে ৫২৭ জনকে বিনাপয়সায় টিকাকরন করা হয়েছে। লায়ন্সের শাখা অন্য স্থান থেকে টিকা কিনে ওই সব আর্থিক অনগ্রসরদের বিনা পয়সায় টিকাকরনের ব্যবস্থা করেছে। একই সঙ্গে আমাদের বৃক্ষ রোপন চলছে। সব ক্লাব মিলিয়ে আমরা ৪০ হাজার বৃক্ষরোপন করছি। তার বাইরে ইন্ড্রস্ট্রিয়াল ইনস্টিটিউশন ডাস্টবিন বিলি করা হচ্ছে। আবার পুজোর আগে সাড়ে চার হাজার শাড়ি আমরা বিলি করছি পুরো উত্তরবঙ্গে। যারা আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর তাদের মধ্যে শাড়ি বিলি করা হচ্ছে। আগামী পনের ও ষোল জানুয়ারি ডুয়ার্সের মূর্তিতে আমাদের অনুষ্ঠান রয়েছে। সেই অনুষ্ঠান থেকে আগামী দিনের আরও কর্মসূচি আমরা গ্রহন করবো। সকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা থাকলো। সবাই টিকা গ্রহন করুন। মায়ের কাছে প্রার্থনা করি সবাই যেন ভালো থাকুক, সবাই যেন অহেতুক ভীতি কাটিয়ে ওঠে। পুজোর মধ্যে সুস্থ থাকুন, মস্ত থাকুন, ব্যস্ত থাকুন।

(লেখক লায়ন্স ক্লাবের ৩২২ এফের গ্লোবাল একশন টিমের ভাইস কোঅর্ডিনেটর)

সকলকে শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা :-

দূরাভাষ : ৯৪৩৪২২১১৭৫

কৌস্তভ দত্ত
রোজলি দত্ত
কৌণিক দত্ত
ও
ক্রিস্টফ দত্ত
শক্তিগড়
শিলিগুড়ি।

সকলকে শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

রনপদ সেন

সম্পাদক

শিলিগুড়ি ফুল ব্যবসায়ী সমিতি, বিধান রোড, শিলিগুড়ি।

রজনীগন্ধা থেকে গাঁদা, গোলাপ, পদ্ম সহ অন্য ফুলের জন্য যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে। বিয়ে সহ অন্য উৎসব অনুষ্ঠানে আমরা ফুল সরবরাহই করি না, আমরা ফুল দিয়ে গাড়ি সাজাই, ফুল দিয়ে মণ্ডপ সাজিয়ে তুলি।

যোগাযোগের নম্বর : ৯৪৩৪২৩৩৬৮৯

পুজোর ছুটিতে ভ্রমনে মন দিতে চাইছেন অনেক মানুষ

বাপন মন্ডল

নমস্কার সকলকে। আমি শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোডের জয়ন্তি ট্রাভেলস থেকে বাপন মন্ডল বলছি। সকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা। করোনার সংক্রমন এখন কম রয়েছে। ফলে একটু ভীতি কমেছে মানুষের মধ্যে। যদিও করোনা সতর্কতা অত্যন্ত জরুরি। বহু মানুষ ঘরে বন্দি থাকতে থাকতে আর পারছেন না। তারা এখন পুজোর সময়টায় নিরিবিলিতে ঘুরতে চান। তাই শুরু হয়েছে বুকিং। আমাদের কাছে অনেকে বুকিং করছেন। অফ বিট সব বুকিং আসছে। যেমন ঝান্ডি, সিটং, তিনচুলে, লামাহাটা, তাকদা। ডুয়ার্সের জয়ন্তী, ওদিকে ঝালং, বিন্দুর জন্যও খোঁজখবর আসছে। আমরা করোনা সতর্কতা মেনেই পর্যটকদের জন্য ভ্রমনের ব্যবস্থা করছি। প্রথমত আমাদের

সব গাড়ি স্যানিটাইজড করা হচ্ছে। তার সঙ্গে মাস্কতো আছেই।আর সকলেই করোনার দুটো টিকার ডোজ গ্রহন করে নিয়েছেন। পর্যটকরা বেড়াতে আসার আগে তাদেরও আমরা বলে দিচ্ছি, করোনার সব টিকা দিয়েই ভ্রমনে বের হওয়ার জন্য। কলকাতা থেকে বহু মানুষ দার্জিলিং, ডুয়ার্স ভ্রমনের জন্য বুকিং শুরু করেছে। আমরা আশা করছি, পুজোতে অনেক পর্যটক আসবেন। তাছাড়া টয় ট্রেন নতুন ভাবে চালু হয়েছে। ডুয়ার্সের জন্য ভিস্টাডোম চালু হয়েছে। ফলে পর্যটকরা আরও বেশি করে আসছেন উত্তরবঙ্গে। তবে রাজ্যের বাইরের পর্যটক আমরা কম পাচ্ছি। যেমন দক্ষিন ভারত, গুজরাট থেকে অনেক পর্যটক পাহাড়ে বেড়াতে আসেন। সেই সব পর্যটক আসছেন না। আর বিদেশী পর্যটকতো নেই একেবারেই। আমার মনে হয়, করোনা পুরোপুরি বিদায় নেওয়ার পরপরই বিদেশী পর্যটক বা দক্ষিন ভারতের পর্যটকরা দার্জিলিং পাহাড়ে আসবেন। ভ্রমনের জন্য মন পাগল হয়ে উঠেছে অনেকের। ঘরে বন্দি থাকতে আর অনেকের ভালো লাগছে না। বিশেষ করে যারা ঘুরতে ভালোবাসেন। তবে গতবছরের তুলনায় এবারে করোনা আবহে ভ্রমনের পরিবেশ অনেকটাই ভালো।

(লেখক শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোডের মিঞা গ্যারেজ বিল্ডিংয়ে অবস্থিত জয়ন্তী ট্রাভেলস এর মূল কর্ণধার।)

চল্লিশ বছর ধরে মহিষাসুর মর্দিনী

সুকুমার ঘোষাল

সকলকে শুভ শারদীয়া। আমি শিলিগুড়ি মহানন্দা পাড়া থেকে বলছি। চল্লিশ বছর ধরে আমি মহিষাসুর মর্দিনী অনুষ্ঠান করে আসছি শিলিগুড়ি ও তার আশপাশে। আমাদের একটি সংগঠন রয়েছে রুদ্রবীনা। তাতে বারো জনের মতো শিল্পী রয়েছেন। সেই রুদ্রবীনার মাধ্যমে আমরা পুজোর আগে মহালয়া বা মহিষাসুর মর্দিনী অনুষ্ঠান করে আসছি। আসলে এটা আমাদের বংশপরম্পরায় হয়ে আসছে। আমার বাবা রবীন্দ্রনাথ ঘোষাল চন্ডীপাঠ করতেন। আমার ঠাকুরদা বিমলাচরন ঘোষালও চন্ডীপাঠ করতেন। ঠাকুরদার কাছে শুনেছি, তাঁর বাবাও চন্ডীপাঠ করতেন। ফলে বলা যায়, আমাদের বংশে দেড়শ বছরেরও বেশি সময় ধরে হয়ে আসছে এই চন্ডীপাঠ। আমি এখন চেষ্টা করছি, আমার পরে আমার ভাইপো যাতে এই চন্ডীপাঠের অনুষ্ঠান চালিয়ে যেতে পারে। ঠাকুরদা খুব উচ্চ স্বরে চন্ডীপাঠ করতেন। চন্ডীপাঠ যত উচ্চ স্বরে হবে, যতই তা কানে পৌছাবে ততই তা মঙ্গলের।

এখনতো করোনা আবহে আমাদের অনেক বাছবিচার করে চলতে হচ্ছে। তবে এই মহিষাসুরমর্দিনীর অনুষ্ঠান আমরা অতীতে অসম থেকে শুরু করে কলকাতা, গঙ্গাসাগরেও করে এসেছি। সংস্কৃত উচ্চারন আমাদের মনকে সেভাবে স্পর্শ করে। কাজেই কোনও ভুল উচ্চারন করা চলবে না। চন্ডীপাঠের সংস্কৃত উচ্চারনের সময় আমরা সেই শব্দ মা চন্ডীর চরনে সমর্পন করি। এই অনুষ্ঠান করবার আগে আমাদের নিয়মিত অনুশীলনও করতে হয়। ভক্তিভাবের সঙ্গে অনুষ্ঠান হয়। বহু জায়গা থেকে অনুষ্ঠান করবার জন্য আমাদের কাছে আমন্ত্রন আসে। দূরদর্শন সহ অন্য চ্যানেলেও আমরা অনুষ্ঠান করেছি। সকলের আমন্ত্রন গ্রহন করবার চেষ্টা করি। আমি চাই, মহালয়া বা মহিষাসুর মর্দিনীর এই অনুষ্ঠান শারদীয়া উৎসবের আগে এক অন্য মাত্রা বা অন্যরকম পরিবেশ তৈরি করুক চারদিকে। সবশেষে বলবো, সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। পুজো কাটান করোনা সতর্কতার সঙ্গে।

(লেখক রুদ্রবীনা গোষ্ঠীর কর্ণধার এবং একজন শিল্পী। শিলিগুড়িতে মহিষাসুর মর্দিনী অনুষ্ঠানের তিনি একজন প্রখ্যাত শিল্পী, বিশেষ করে চন্ডী পাঠের জন্য তিনি বিখ্যাত)

ত্রিশ বছর ধরে আগমনীর অনুষ্ঠান করি

স্বপন দে

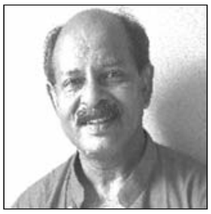

সকলকে শুভ শারদীয়া। আমি স্বপন দে। শিলিগুড়ি সুভাষ পল্লী থেকে বলছি। সুভাষ পল্লীতে ভারত সেবাশ্রম সংঘের কাছে আমার বাড়ি।সেখানেই আমার সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্র সপ্তক সঙ্গীত একাডেমি। আগে এই সপ্তক সঙ্গীত একাডেমি সারদাপল্লীতে ছিল। এখন তা সুভাষ পল্লীতে। ছোট থেকে বুড়ো সকলেই আমার কাছে সঙ্গীত শেখে। ছোটবেলা থেকেই আমার দুর্বলতা এই সঙ্গীত চর্চার প্রতি। আমার বড়দা জীবন দে একসময় আমায় গান লিখে দিতেন। সেই সব গানও গাইতাম। তখনকার দিনে আজকের মতো এত কিছু বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নতি ছিলো না। ১৯৮০ সালে শিক্ষক মহাশয় সত্যেন দাসের কাছে সঙ্গীতের তালিম নেই। তারপর প্রনব ভট্টাচার্যের কাছে তালিম নেওয়া।

এখন করোনার এই পর্বে একটু ছাত্রছাত্রী কমেছে। করোনার আগে দেড়শ জন ছাত্রছাত্রী ছিলো। যদিও ইদানীং সংক্রমন কমাতে নতুন করে আবার ছাত্রছাত্রীরা আসতে শুরু করেছে। এখনতো অনুষ্ঠানও বন্ধ। বাড়ি থেকেই যতটা অনুষ্ঠান করা যায় , করি। আমি আমার বাড়িতে ত্রিশ বছর ধরে আগমনীর একটি অনুষ্ঠান করে আসছি পুজো উপলক্ষ্যে। গতবছর তা মহালয়ার দিন হয়েছিলো। তাছাড়া সেই অনুষ্ঠান ষষ্ঠীর দিন হয়ে থাকে। এবারও তা হবে। শিশু থেকে বয়স্করাও আমার কাছে সঙ্গীত শেখে। ৮৭ বছরের এক বয়স্ক মানুষও রয়েছেন। সুস্থ জীবনের জন্য এটাই বলবো, সঙ্গীত চর্চা খুব জরুরি। মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে সঙ্গীত। সঙ্গীত আমাদের মধ্যে ইতিবাচক ভাবনা তৈরি করে। খবরের ঘন্টা ইতিবাচক ভাবনা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তার তারিফ করতে হয় অবশ্যই। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আর করোনা সচেতনতা মেনেই পুজো উপভোগ করুন। ভিড় একটু এড়িয়ে চলুন।

(লেখক শিলিগুড়ি সুভাষ পল্লীর সপ্তক সঙ্গীত একাডেমির কর্ণধার, সঙ্গীত শিক্ষক)

করোনার জের , এবার পুজো করছি না

দীপজ্যোতি চক্রবর্তী

প্রথমেই সকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা। খুব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এবারে আমার বাড়িতে পুজো হচ্ছে না। করোনা পরিস্থিতিতেই এবার পুজো করছি না। গতবছরও হয়নি। গতবছর পুজোর আয়োজন করবো বলে সব স্থির করেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ পুজোর ঠিক মুখে আমাদের করোনা হয় আমি এবং আমার স্ত্রী শ্রাবনি চক্রবর্তী করোনা আক্রান্ত হলে আর পুজো করা হয়নি। আসলে আমাদের বাড়ির এই পুজো অনেক পুরনো। বেশ জনসমাগম হয় এই পুজোতে। যারা আমার বাড়ির পুজোতে আসেন তাদের মধ্যে ত্রিশ চল্লিশ শতাংশ মানুষকে আমি চিনিই না। অপরিচিত মানুষজন এখানে এসে অঞ্জলি দেন, ভোগের প্রসাদ গ্রহন করেন। এটা আমার কাছে বড় প্রাপ্তি। কতটা নিজের করে নিলে এটা সম্ভব। ক্লাবের পুজো থেকে বাড়ির পুজোতে নিয়মনিষ্ঠা একটু বেশিই হয়। এখন যদি এই পুজোতে এসে কেউ করোনা সংক্রমিত হন তবে তা ভালো হবে না। তাই এবারে স্থগিত রাখা হলো আমাদের বাড়ির পুজো। কিছু গুনী মানুষজন আমাদের বাড়ির পুজোতে আসেন। সব্যসাচি চক্রবর্তী, চন্দন সেন সহ আরও অনেকে আসেন। সব ধরনের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাও আসেন। আমাদের এই পুজো একসময় বাংলাদেশে হোত। প্রায় দেড়শ বছর আগে। কিন্তু আমাদের পূর্বসূরীরা ১৯০৪ সালে চলে আসেন বাংলাদেশ ছেড়ে। তারপর পুজোটি বন্ধ হয়ে যায়। তাই আমরা আবার তা শিলিগুড়িতে শুরু করি। আমার স্ত্রী শ্রাবনীই এর পিছনে মূল উৎসাহ দেন। শ্রাবনীই পুজোর সব আয়োজন করে। ছবছর ধরে আমরা শিলিগুড়ি দেশবন্ধু পাড়ার অবন ঠাকুর সরনিতে এই পুজো করছি। সবশেষে বলবো, পুজোর কদিন সকলে সতর্ক থাকুন। করোনার জন্যই সতর্কতা জরুরি। আর পরিবেশ সচেতনতা খুব দরকার।

(লেখক একজন ভ্রমনপ্রেমী ও পরিবেশবিদ। গরুমারাতে তাঁদের রিসর্ট রয়েছে পঞ্চবটি)

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটির পুজো

কমল মজুমদার

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। শিলিগুড়ি সেভক রোডের দুই মাইল জ্যোতিনগরের শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটিতে এবারও দুর্গা পুজো হবে। আমাদের এই আশ্রমের পুজোর মূল আকর্ষন হলো, কুমারি পুজো। কিন্তু এবারেও সশরীরে কুমারি পুজো হচ্ছে না। তার পরিবর্তে কুমারি পুজো হচ্ছে ঘটে। চতুর্থীর দিন এখানে প্রতিমা চলে আসে। আর পঞ্চমী থেকেই পুজোর আনন্দ শুরু হয়। আগে প্রতিদিন এখান থেকে প্রসাদ বিলি হোত। কিন্তু এবারে শুধু অষ্টমীতেই প্রসাদ বিলি করা হবে। কারণ করোনা সচেতনতা। আর যারাই এই আশ্রমের দুর্গাপুজোর আনন্দ নিতে আসবেন সকলকে করোনা বিধি মেনে চলতে হবে। মায়ের কাছে আমরা প্রার্থনা করবো, করোনা যেন পৃথিবী থেকে দ্রুত বিদায় নেয়। মা সকলকে সুস্থ রাখুন, ভালো রাখুন এটাই থাকছে প্রার্থনা। সকলকে আমি অতিরিক্ত ভিড় বা জমায়েত এড়িয়ে চলার কথাই বলবো। আমাদের এই আশ্রমে অনেক দূর দূর থেকে ভক্ত সাধারণ পুজোর আনন্দ নিতে আসেন। এবারেও তারা সকলে আসবেন আশা করি। আমাদের এই পুজো যেহেতু নিষ্ঠা সহকারে হয় সেই জন্য মানুষের আগ্রহ রয়েছে এই পুজোর প্রতি। তাই সকলের কাছে আবেদন এবারও আসুন আমাদের এই আশ্রমে। পুজোর আনন্দ উপভোগ করুন। তবে সবাই মুখে মাস্ক বেঁধে আসবেন। আর আমাদের গেটে স্যানিটাইজেশনের ব্যবস্থা থাকছে। স্যানিটাইজেশন করুন। নিজেও ভালো থাকুন, অন্যকেও ভালো রাখুন।

(লেখক শিলিগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক)

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটির কুমারি পুজো ঘটে

শ্যামল সরকার

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। বিগত দেড় বছর ধরে আপনারা জানেন করোনা আবহের মধ্যে দিয়ে আমরা সময় পার করছি। করোনার সঙ্গে আমাদের সকলের লড়াই চলছে। গোটা বিশ্ব জুড়ে করোনার কাঁপুনি চলছে। এখনও তা বিদায় নেয়নি। সংক্রমন কমলেও করোনা থামেনি। তাই আমাদের সতর্কতা খুব দরকার। শিলিগুড়ি দুই মাইল জ্যোতিনগরের শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটিতে এবারও আমাদের দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তবে করোনা সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। প্রথমত এবারে এখানে কুমারি পুজো হবে ঘটে। আর যারা আশ্রমে প্রবেশ করবেন তাদের সকলকে মুখে মাস্ক বেঁধে রাখতে হবে। যারা পুজো দেখতে আসবেন তারা সকলে টিকা গ্রহন করেছেন কিনা সেটাও দেখা হবে।

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বন। গণেশ চতুর্দশী থেকে শুরু আমাদের পুজো। এই লেখা যখন লিখছি তখন চলছে পিতৃপক্ষ। মহালয়ার পর শুরু হয় দেবী পক্ষ। শরত এলেই আমাদের মনে আনন্দ আসে। কারণ কাশ ফুল, শিউলি আর আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ। বেলুড় মঠের নিয়ম মেনে আমাদের এখানে পঞ্চমি থেকে পুজো শুরু। আমাদের এখানে এবার ৪১ তম পুজো। বিল্ব বৃক্ষ মূলে বোধন হয় । বোধন মানে জাগরন। দেবতাদের ছয় মাসে একদিন, ছয় মাসে এক বছর। ২২ ডিসেম্বর শুরু উত্তরায়ন। উত্তরায়ন মানে জাগরন। দক্ষিনায়ন মানে বিশ্রাম। অকালে আমাদের এই শারদ উৎসব। ষষ্ঠীতে শক্তির আবাহন। সপ্তমীতে নবপত্রিকা।মাকে বরন করি। বিভিন্ন স্থানের জল ও মাটি দিয়ে অভিষেক হয় মায়ের। মহাস্নান। মহাঅষ্টমী বা বীরাষ্টমী বা বীরত্বের খেলা। সেদিন মা মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ব্যস্ত। তবু মায়ের ত্রিনয়নীতে কোনও দ্বেষ নেই, হিংসা নেই। মা করুনাময়ী । অঞ্জলি মানে মাকে প্রসন্ন করার প্রার্থনা। বলি মানে উপহার। ১৯০১ সালে বেলুড় মঠে স্বামীজি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন পশু বলির জন্য। মা তখন বলেছিলেন, পশু বলি সন্ন্যাসীর পক্ষে অশুভ । এতে মানুষ ভয় পাবে। তাই বলি হয় কুমড়া, শসা । কিন্তু কোনও প্রানী হত্যার বলি হয় না ।

আমাদের মন্দিরের গেটে স্যানিটাইজেশনের ব্যবস্থা থাকছে। যারা নাট মন্দিরে বসবেন তাদের করোনার টিকার প্রথম ডোজ নেওয়া বাধ্যতামূলক। আর প্রতিবছর পুজোর সময় প্রতিদিন প্রসাদ বিলির বন্দোবস্ত থাকে মন্দিরে। এবারে শুধুমাত্র অষ্টমীর দিনই প্রসাদ বিলি হবে।

(লেখক শিলিগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ)

টিকাকরন আরও করবো আমরা

উৎপল সরকার

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আমি শিলিগুড়ি সেভক রোডের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক। এবারে খবরের ঘন্টার পুজোয় সংখ্যায় যে কথা বারবারই বলতে হয়, তা হলো করোনা। গতবছরও করোনা ছিলো। কিন্তু গতবছর আমরা করোনার ভয়াবহতা তেমনভাবে টের পাইনি। গত মার্চ এপ্রিল মে মাসে আমরা দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় টের পেয়েছি করোনা কি ভয়ানক। এই দ্বিতীয় ঢেউয়ে অনেক লোক মারা গিয়েছেন। চোখের সামনে দেখেছি, জলজ্যান্ত অনেক মানুষ মারা গিয়েছেন। বিশেষ করে কম বয়সী অনেক মানুষের মৃত্যু আরও দুঃখজনক। যে কোনো মৃত্যুই দুঃখজনক। কিন্তু কম বয়সে মৃত্যু আরও বেদনার। এই করোনা থেকে লড়াই করবার জন্য বিশেষজ্ঞরা বারবার মুখে মাস্ক বেঁধে রাখা, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা, হাত পরিস্কার করবার কথা বলেছেন। তার সঙ্গে টিকাকরনের কথা বলা হয়েছে। আমরা অনেকেই বিশেষজ্ঞদের কথাকে গুরুত্ব দিই নি। আর সেসবে গুরুত্ব না দেওয়ার পরিনাম কি ভয়ঙ্কর হতে পারে দ্বিতীয় ঢেউ তা বলে দিয়েছে। এখন আশঙ্কা করা হচ্ছে তৃতীয় ঢেউয়ের। তাই পুজোর মধ্যে আমাদের অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। আমরা শিলিগুড়ি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে শুরু থেকেই সতর্ক ছিলাম টিকার বিষয়ে । আমরা তাই দফায় দফায় শিল্প তালুকের কর্মীবন্ধুদের জন্য দফায় দফায় টিকাকরনের ব্যবস্থা করেছি। প্রথম ডোজ থেকে দ্বিতীয় ডোজ টিকাকরন পর্ব অনেক হয়েছে আরও হবে আগামী দিনে। পুজোর পর আবার টিকাকরনের শিবির হবে আমাদের শিল্প তালুক এলাকাতে। আমরা চাই সব মানুষ করোনা নিয়ে সতর্ক থাকুন। আর পুজোর মধ্যে ভিড় এড়িয়ে চলুন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

(লেখক শিলিগুড়ি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক)

করোনা নিয়ে সতর্ক থাকুন

মনা পাল

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। বাংলার জীবনে শারদীয়া উৎসব একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। বাংলার ঘরে ঘরে দুঃখকষ্ট যাই থাকুক না কেন, এই বিশেষ দিনে সবাই সব দুঃখ ভুলে পুজোর আনন্দে মেতে ওঠেন। এখন আর নতুন করে কিছু বলার নেই করোনা সম্পর্কে। সবাই এই রোগ সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু এই সচেতনতার পরিসর আরও বৃদ্ধি করার সময় এখন। কেননা, করোনা পুরোপুরি বিদায় নেয়নি। পুজোতে সবাই আনন্দ করবেন। সবাই এদিক ওদিক ঘুরতে বের হবেন ঠিকই। কিন্তু সচেতনতাকে অবহেলা করলে চলবে না। অর্থাৎ মাস্ক, দূরত্ব বজায় রাখা, স্যানিটাইজার ব্যবহার। এর পাশাপাশি টিকাগ্রহনও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, টিকা যারাই গ্রহন করেছেন, তাদের করোনা হলেও মৃত্যু হার প্রায় নেই বললেই চলে। অর্থাৎ টিকা কিন্তু মৃত্যুকে আটকে দিতে পারে। তাই যারা এখনও টিকা গ্রহন করেননি, তারা টিকা গ্রহন করুন এটাই বলবো। আর ভিড়টাতে এড়িয়ে চলতেই হবে।

করোনা আমাদের আরও একটি বিরাট ক্ষতি করেছে। তা হলো, আর্থিক ক্ষতি। বহু শিল্প কারখানা , ব্যবসাবাণিজ্য ধাক্কার মধ্যে পড়েছে। দিনের পর দিন লকডাউন হওয়াতে সব ব্যবসা বসে গিয়েছে। এই অবস্থাতে নতুন করে আবার ঘুরে দাঁড়াতে হলে করোনাকে আমাদের বিদায় জানাতেই হবে। আর করোনাকে বিদায় জানাতে হলে আমাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ সচেতনতাই পারে একে বিদায় জানাতে। করোনা বিদায় নিলে আবার আমারা দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যেতে পারবো। উন্নয়ন হবে শিল্প কারখানার। সবাই ভালো থাকুন, সচেতন থাকুন।

(লেখক শিলিগুড়ি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে সচিত্র গ্রুপ অফ কোম্পানিজের প্রধাণ কর্ণধার, তিনি একজন শিল্পোদ্যোগী)

পুজো আসছে কিন্তু অবশ্যই মেনে চলতে হবে করোনার বিধিনিষেধ

(শিলিগুড়ি তথা উত্তরপূর্ব ভারতে চিকিৎসা জগতে একটি উল্লেখযোগ্য নাম বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সুশান্ত রায়। তিনি শিলিগুড়ি সেভক রোডের আনন্দলোক মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালের প্রধান কর্ণধার। এবারে খবরের ঘন্টার শারদীয়া সংখ্যায় পড়ুন তাঁর কথা-)

করোনা নিয়ে আমরা লড়ছি দেড় দুবছর বাবদ। অনেক সমস্যা হয়েছে। সেগুলোর ধীরে ধীরে সমাধান হয়েছে। অনেকে সুস্থ হয়েছেন। কিছু রোগী সুস্থ হননি। আমরা চেষ্টা করছি যাতে ভালো কিছু করা যায়। এখন করোনা সংক্রমন কম রয়েছে। কিন্তু তাই বলে সাবধানতা অবলম্বন করার দিকগুলোতে ঢিলেঢালা করা চলবে না। সামনে পুজো আসছে। কাজেই ভিড় বেশি হবে। লোকজনের মেলামেশা বেশি হবে। সেই সময় যদি আমরা মাস্ক না পড়ি, বেশি করে স্যানিটাইজেশন না করি তবে কিন্তু বিপদ বাড়তে পারে। একটা পুজো গিয়েছে, তাতে সবাই সতর্ক ছিলাম। এই পুজোতেও কিন্তু আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। করোনার বিধিনিষেধ মেনেই আমাদের চলতে হবে। পুজো আসছে। সকলকে আমাদের অভিনন্দন, শুভেচ্ছা। সবাই ভালো থাকুন, সাবধানে থাকুন। এটাই আমাদের মূল কথা।

করোনা পর্বে আমাদের এই আনন্দলোক মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালে অনেক রোগী এসেছে। করোনা আক্রান্তদের ভালোভাবে চিকিৎসা করে তাদের সারিয়ে তোলার জন্য আমরা আপ্রান চেষ্টা করেছি। করোনায় সেরে ওঠার পরও কতদিন আইসোলেশনে থাকতে হবে, তাদেরকে আমরা ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছি। অনেকের ফুসফুসে সমস্যা হয়েছে করোনায় সেরে ওঠার পর। অনেকের হার্টের সমস্যা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে সাবধানতার কথা আমরা বারবার বলছি।

আমাদের চেষ্টা হচ্ছে একটি বড় আকারে মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরির জন্য। পাঁচশ বেড়ের হাসপাতাল তৈরির অনেক কিছু এগিয়ে গিয়েছে। এখন চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছি। সেটা হয়ে গেলে তা শুরু হয়ে যাবে।

যারা উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিন ভারতে চিকিৎসার জন্য যেতেন, তাদের অনেকে এখন দক্ষিন ভারতে যাওয়া কমিয়ে দিয়েছেন। বরঞ্চ দক্ষিন ভারত থেকে অনেক ডাক্তার বলে দিয়েছেন, কথায় কথায় চিকিৎসার জন্য আর দক্ষিন ভারতে আসার প্রয়োজন নেই। অনেক কঠিন চিকিৎসাই শিলিগুড়িতে সম্ভব। শিলিগুড়িতে যেসব ডাক্তার দেখিয়েছেন, সেই সব ডাক্তার দেখানোই শ্রেয় বলে দক্ষিন ভারতের অনেক ডাক্তার পরামর্শ দিচ্ছেন। এতে শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের ডাক্তারদের প্রতি রোগী সাধারনের আস্থা অনেকটাই বেড়েছে। এখন উত্তরবঙ্গেই চিকিৎসা করাতে চাইছেন রোগীরা। ডাক্তার দেব ছিলেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের প্রধান। তাঁর একটি হার্টের সমস্যা হলে বাইপাস প্রয়োজন হয়। তিনি কিন্তু শিলিগুড়িতে সেই অপারেশন করেছেন। তারপর সুস্থও হয়েছেন।

আমাদের ওপর নির্ভরতা রাখুন। আমরাও চেষ্টা করবো সেটাকে ঠিকভাবে পালন করবার জন্য। তাহলে অত আর দক্ষিন ভারতে দৌড়াতে হবে না। ব্যবহার, সেই ব্যবহার আরও পরিবর্তন আরও সংশোধন হলে অনেক কিছু পরিবর্তন হবে এখানে।

স্বাস্থ্য ট্যুরিজম নিয়ে অনেক প্ল্যানিং প্রয়োজন। করোনার জন্য আমরা দুবছর পিছিয়ে পড়েছি। শিলিগুড়িতে হেলথ ট্যুরিজমের অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে ভালো পরিবেশ রয়েছে , সুন্দর পাহাড় প্রকৃতি। আমরা আশা করছি, হেলথ ট্যুরিজমের ভাবনা নিয়ে অনেক কিছু পরিবর্তন আসবে সামনে।

আগে নার্সিং ট্রেনিংয়ের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না শিলিগুড়িতে। আমাদের আনন্দলোকের নার্সিং ট্রেনিং ইন্সটিটিউট শুরু হয়েছে। সেখানে কুড়িজন ছাত্রী নিয়ে আমরা শুরু করি। এখন সত্তর আশি জন ছাত্রী রয়েছে। প্রথমে জি এন এম, তারপর বি এস সি নার্সিং শুরু হয়। এখন এম এস সি নার্সিংয়ের অনুমোদন আশা করি শীঘ্রই আমরা পেয়ে যাবো। এতে উত্তরবঙ্গের অনেক মেয়ে নার্সিং ট্রেনিং নিয়ে স্বনির্ভর হচ্ছে। ভালোভাবে নার্সিং ট্রেনিং পাশ করলে বিভিন্ন স্থানে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে।

বাংলার বৃহত্তম উৎসব দুর্গা পুজো

আশীষ ঘোষ (শিক্ষক)

আবার কোভিড পরিস্থিতিতে এবারের দুর্গা পুজো এসে গেলো। গতবছরও অতিমারী কোভিডের মধ্যেই দুর্গাপুজো পালিত হয়েছে। আমরা জানি দুর্গা পুজো বাঙালিদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে। শুধু হিন্দু বাঙালিরাই নয়, পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী অন্য ধর্মাবলম্বীরাও এই উৎসবে সামিল হন। এবং বাংলার অনেক অবাঙালিরাও এই উৎসবে অংশগ্রহন করে থাকেন। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশেও দুর্গাপুজো জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়। এছাড়া ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র , নিউজিল্যান্ড , ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি পৃথিবীর অনেক দেশেই যেখানে বাঙালিরা বসবাস করেন সেখানে দুর্গা পুজো পালিত হয়। ভারতের বাঙালি অধ্যুষিত রাজ্য ত্রিপুরা এবং অসমে (বিশেষত বরাক উপত্যকা, যা পূর্বে বাংলারই অংশ ছিল) এই দুর্গা পুজো মহাসমারোহে পালিত হয়। ভারতের অন্যান্য রাজ্য যেখানে বাঙালিরা বসবাস করেন সেখানে প্রবাসি বাঙালিরা অনেকদিন থেকেই দুর্গাপুজো পালন করছেন। যেমন দিল্লি, বিহার, উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন শহর, কর্ণাটক, মুম্বাই , ওড়িশা, ঝাড়খন্ড, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিসগড় , উত্তরাখন্ড এবং আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে যেখানে বাঙালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, সেখানেও দুর্গাপুজো হতে দেখা যায়। কথিত আছে, রাজশাহীর জমিদার কংস নারায়ন প্রথম দুর্গা পুজো করেছিলেন বাংলাতে। তখন এবং তার পরবর্তীতে প্রধানত ধনী জমিদার শ্রেণী দুর্গা পুজো পালন করতেন। ধীরে ধীরে সার্বজনীন দুর্গা পুজোর প্রবর্তন হয়। এখন বেশিরভাগ জায়গার দুর্গা পুজোই সার্বজনীন। অর্থাৎ অনেকে মিলে করে থাকেন। সারা বছর শুধু শিশুরাই নয়, অনেকেই অপেক্ষা করে থাকেন কবে দুর্গা পুজো আসবে। তবে দুর্গা পুজো শুধু ধর্মীয় এবং আনন্দ অনুষ্ঠানই নয়। দুর্গাপুজোর ফলে অর্থনৈতিক কার্যকলাপও বৃদ্ধি পায়। এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী এর ফলে উপকৃত হয়। যেমন দুর্গা পুজোয় বেশির ভাগ মানুষই নতুন জামাকাপড় পড়ে বলে পোষাক ও বস্ত্র শিল্পের বিক্রি এই সময় অনেক বৃদ্ধি পায়। ডেকোরেটর এবং বৈদ্যুতিক শিল্পীরাও দুর্গাপুজোর ফলে উপকৃত হয়। এছাড়া শোলা শিল্পী, ফুল চাষী, ঢাকী , প্রতিমা নির্মানকারী এবং পুরোহিতশ্রেণী প্রত্যেকেই অপেক্ষা করে থাকেন কবে দুর্গা পুজো আসবে। কারণ দুর্গা পুজোর ফলে এরা সারা বছরের জন্য কিছুটা সঞ্চয় করতে পারেন। অর্থাৎ দুর্গা পুজোর ফলে বিভিন্ন বৃত্তিজীবিরা উপকৃত হয়। দুর্গা পুজোয় বাংলার অনেকে বেড়াতে যান। এর ফলে পর্যটন শিল্প যেমন হোটেল, পরিবহন, রেস্টুরেন্ট প্রতি ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক জোয়ার আসে। দুর্গা পুজো উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র এবং বহু প্রকাশক পুজো সংখ্যা বের করে থাকেন। যা বাংলায় বহু বছর ধরেই হয়ে আসছে। এর ফলে মুদ্রন শিল্পেরও উন্নতি হয়। দুর্গা পুজোয় অনেক ক্লাব ও সংস্থা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে থাকেন। কয়েকবছর আগে দুর্গা পুজোর সময় বাংলা সঙ্গীতের নতুন রেকর্ড বের হোত। এই প্রবনতা এখন প্রায় নেই। যাই হোক, দুর্গা পুজোর সাংস্কৃতিক ও সঙ্গীতানুষ্ঠানগুলোতে যাতে বাংলার লোকগীতি ও সঙ্গীত বেশি করে প্রচার হয় তার দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। তবে দুর্গা পুজোর সময় আমাদের মনে রাখতে হবে প্রতিটি সক্ষম ক্লাব যাতে দরিদ্রদেরও কিছুটা সাহায্য করে। এছাড়া আমাদের আরও ভাবা উচিত যেহেতু এবারেও দুর্গা পুজো কিছুটা করোনা পরিস্থিতির মধ্যে পালিত হবে সেই জন্য সমস্তরকম স্বাস্থ্যবিধি মেনেই দুর্গাপুজোয় অংশগ্রহন করতে হবে। তবেই দুর্গাপুজোর আনন্দ সকলের কাছে গ্রহনযোগ্য হবে।

(লেখক শিলিগুড়ি পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লীর বাসিন্দা একজন শিক্ষক)

এবারে ব্যবসা গতবছরের থেকেও খারাপ

শিবেশ ভৌমিক

সকলকে শুভ শারদীয়া। শুভ শারদীয়া বছরের পর বছর ধরে আমরা বলে আসছি। এবারে যেন তা আরও বেশি করে বলতে হবে, জোর দিয়ে বলতে হবে। কারণ শুভ ভাব সত্যিই চাই। অশুভ এখন শুধু করোনা। বিগত দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে করোনা আমাদের সর্বনাশ করে দিয়েছে। বহু লোকের প্রান চলে গিয়েছে। অনেক মানুষ প্রিয়জনের শোকে কাতর। বহু মানুষ করোনায় সেরে উঠলেও নানা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তাদের শরীরে। আর সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ব্যবসাবাণিজ্যের। সাধারণ ব্যবসায়ীদের করুন পরিস্থিতি চলছে এখন। করোনার জেরে লকডাউন হওয়াতে দোকানপাট দিনের পর দিন বন্ধ ছিলো। আবার দোকান খুললেও ক্রেতা তেমন ছিল না বললেই চলে। ফলে ব্যবসাবাণিজ্য তলানিতে ঠেকেছে। গতবছরের দুর্গা পুজোর আগে ব্যবসায়ীদের যা অবস্থা ছিলো, এবারে তা আরও খারাপ। শিলিগুড়ি মহকুমার বিধাননগর থেকে আমি বলছি। বিধাননগরের কথাই যদি বলা যায়, ব্যবসায়ীরা পুজোর আগে তাদের দোকান আগের মতো সাজিয়ে তোলেননি। নতুন করে তারা পুজোর আগে পণ্য তোলেননি। কেননা, কেনকাটাই তেমন নেই। অনেকের দোকানে গতবছরের জামাকাপড়ই পড়ে রয়েছে। অনেক ব্যবসায়ী চা বাগানের বোনাসের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এবারে চা বাগানে এখনও বোনাস হয়নি। ক্ষুদ্র চা বাগানের অবস্থাও ভালো নয়। বিধাননগর আনারসের জন্য বিখ্যাত। আনারসের বাজার একটু হলেও সেখানে ভালোই ধাক্কা দিচ্ছে করোনা। করোনার ভয়ে অনেকে কেনাকাটা করছেন না। কিন্তু বাজারে বের হলে প্রশ্ন জাগে, করোনা আছে কিনা। কারও মুখে মাস্ক নেই। তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কাতে আছেন সকলে। কিন্তু বাজারে করোনার সতর্কতা কোথায়? যাই হোক, তবুও মা আসছে। বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব এই দুর্গা পুজো। সব দুঃখ ভুলে মানুষ এই বছরকার দিনে মেতে উঠবেন। সবাই এই সময় ভালো থাকুক। দেবী মা করোনাকে পৃথিবীতে বিদায় জানিয়ে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিক, এই থাকলো প্রার্থনা।

(লেখক বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি এবং একজন সমাজসেবী)

জয় গুরু! জয় মা!!

সকলকে শুভ শারদীয়া

মায়ের আগমনে মায়ের কাছে প্রার্থনা মা যেন পৃথিবীকে করোনা মুক্ত করেন। তার পাশাপাশি সমস্ত রকম দুর্যোগ মুক্ত হয়ে পৃথিবীবাসী যেন ভালো থাকে।

মা সুধাংশুবালা সারস্বত মহিলা সংঘ।

সকলকে শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা :-

সুজিত ঘোষ (বাপি)

(যুগ্ম সম্পাদক)

শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া

ব্যবসায়ী সমিতি

মোবাইল : ৯৮৩২০৪০২৮৮

৯৪৭৫৭৬০৮৫০

মেসার্স ঘোষ কন্সট্রাকশন

বিল্ডিং তৈরির সমগ্র উপকরন

আমরা সরবরাহ করি

হায়দরপাড়া বি বি ডি সরনী

শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৬

ফুলের বাজার ভালো নয়

রনপদ সেন

সকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা। ফুল ছাড়া পুজো হয় না। আর শরতের এই সময় আমরা জানি প্রকৃতি অন্যরকম। কিন্তু আমরা দেখছি ফুলের বাজার আগের মতো নেই। অনেকে ফুল বেশি কিনছেন না, ভয়ে কিনা বুঝতে পারছি না। পাহাড়ে শিলিগুড়ি থেকে বেশি ফুল সরবরাহ হোত। কিন্তু এবারে বিশ্বকর্মা পুজোর সময় দেখলাম, পাহাড়ে বিশ্ব কর্মা পুজোর জন্য ফুলের চাহিদা অনেক কম। অনেক মানুষ পাহাড় থেকে সমতলে আসছেন না। হয়তো করোনার ভয়েই তারা বাড়ির বাইরে কম বের হচ্ছেন। পুজোতে কি হবে বুঝতে পারছি না। বিশেষ করে পুজোতে গতবছরও দেখেছি, অঞ্জলি প্রদানের সময় অনেক বিধিনিষেধ রয়েছে। করোনা যাতে ছড়াতে না পারে তারজন্য বিধিনিষেধ। ফলে ফুলের ব্যবহার কিন্তু অনেক কমেছে। অথচ এই পুজো উৎসবের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন ফুল ব্যবসায়ীরা। এই করোনার ধাক্কায় অন্য অনেকের মতো ফুল ব্যবসায়ীদেরও কঠিন এক সঙ্কট তৈরি হয়েছে। তাই আমি শিলিগুড়ি ফুল ব্যবসায়ী সমিতির তরফে সরকারের কাছেও আবেদন করছি, সরকার যদি ফুল ব্যবসায়ীদের প্রতি একটু নজর দেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

(লেখক শিলিগুড়ি বিধান রোডে ফুল ব্যবসায়ী সমিতির কর্মকর্তা)

সকলকে জানাই শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা---

টোটন সাহা

মেসার্স গনেশ ভান্ডার

মধ্য চয়ন পাড়া, শিলিগুড়ি।

সবাই মুখে মাস্ক পড়ে থাকো, সতর্ক থেকে করোনাকে প্রতিহত করো,

দুগ্গা মার কাছে প্রার্থনা, মা সকলকে ভালো রেখো-------সোনামা (রাজশ্রী সাহা)

জয় দুর্গা মায়ের জয়

অদিতি পি চক্রবর্তী
(আড়াই মাইল , চেক পোস্ট, সেভক রোড, শিলিগুড়ি)

নারায়ণ সমাশ্রিতা
ব্রহ্মাবিষ্ণু শিবাত্মিকা ,
স্নেহময়ী পরমাত্মিকা,
দেবী দেবী হিমালয় নন্দিনী
ত্রিকালদর্শিনী মহিষাসুরমর্দিনী,
জয় মা দুর্গা দুর্গতিহারিণী
যোগমায়া গৌরী ভুবনমোহিনী,
ত্রিলোকেশ্বরী পরমেশ্বরী
সর্বপ্রদায়িনী জগৎকল্যাণী,
বিশ্বজননী যশস্বীনি
উমা সতী গৌরী কাত্যায়নী,
মাগো মা মাগো মা
তোমার রাঙা পায়ের নুপুরধ্বনি
ভরায় আঙিনা,

শুভ শারদীয়া, সাবধানতা মেনে পরাজিত করুন করোনাকে
প্রোঃ লক্ষন ঘোষ মোবাইল ঃ ৭০০১০১৩১১৭
মা তারা স্যুইটস

(হায়দরপাড়া জুনিয়র গার্লস হাইস্কুলের বিপরীতে)
হায়দরপাড়া মেইন রোড , শিলিগুড়ি।

শারদীয়ার বাজলো সানাই
ঘরে এসো মা,
কাশের বনে দেয়রে দোলা
সুরের বাতাস খানি,
বিশ্ব ভুবন করলে আলো
ওগো মা জননী,
ভক্তি ভরে বলো সবাই
জয় দুর্গা মায়ের জয়
সব যাতনার অন্ত হবে
জীবন মধুময়

সকলকে শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

অনিল সাহা(লেখক)
সম্পাদক, উত্তরের প্রয়াস,
সারদাপল্লী, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো

নির্মল কুমার পাল

সকলকে হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের তরফে শারদীয়ার শুভেচ্ছা। দুবছর আগে আমাদের ক্লাবের পুজো হায়দরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে হয়েছে। কিন্তু করোনার জন্য এখন একটু অন্যরকম ভাবতে হচ্ছে। । শিলিগুড়ির বড় দশটি বিগ বাজেটের পুজোর মধ্যে রয়েছে আমাদের হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব। এবারেও পুজো হচ্ছে আমাদের ক্লাব চত্বরে। করোনা বিধি মেনেই পুজো হচ্ছে। মন্ডপে ইন এবং আউট সেভাবেই থাকছে। দর্শনার্থীরা মন্ডপ থেকে পঁচিশ ত্রিশ ফুট দূরে যাতে থাকেন তার ব্যবস্থা হচ্ছে। দুর্গা পুজো আমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব। সকলের কাছে আমাদের আবেদন, সরকারি নির্দেশিকা সবাই মেনে চলুন। দুটো স্যানিটাইজার মেশিন আমাদের কেনা রয়েছে। সেসব দিয়ে আমরা প্রতি ত্রিশ মিনিট অন্তর অন্তর মন্ডপ ও তার আশপাশের এলাকা স্যানিটাইজ করবো। সবাই যাতে দূরত্ব মেনে চলে তার আবেদন থাকবে আমাদের। দশ থেকে পনের হাজার মাস্ক আমরা তৈরি রেখেছি। সবাইকে আমরা মাস্ক পড়ার কথা বলবো। একটি ক্যাসেট তৈরি করছি। সরকারি প্রচার করোনা সচেতনতার বিষয়ে সারাদিন মন্ডপে বাজবে। পুজো আমাদের ছোটই হচ্ছে। কালেকশন সেভাবে হবে না। যে টাকা অনুদান সরকার থেকে পাবো, সেই টাকা দিয়ে কোনওমতে পুজো হবে। পুজোটা এখন কর্পোরেট হাউস নির্ভর হয়ে গিয়েছে। সেভাবে বিজ্ঞাপন বা স্পনসরের সাড়া নেই। থিম পুজো আমরা করি। এবারের থিম সানাইয়ের ওপর। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, এলাহাবাদের সানাই আজকাল তেমন শোনা যায় না। বৈদ্যুতিন বাদ্য যন্ত্র সব চলে এসেছে। আমাদের মন্ডপে বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্র ও সানাই সাজানো থাকবে। নতুন প্রজন্ম যাতে জানতে পারে সানাই ও বাদ্য যন্ত্র সম্পর্কে। থিম হলো, আগমনীর সানাই বাজে, উমা এবার নতুন সাজে। প্রতিমা তৈরি করেছেন সুশান্ত পাল। থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই প্রতিমা তৈরি হচ্ছে। মন্ডপ তৈরি করছেন স্বপন ও অচিন্ত্য। দিনরাত এই মন্ডপশিল্পীরা পরিশ্রম করছেন।

বিজয়ী দশমীর দিন আমাদের বিসর্জন হবে। দিনেই হবে বিসর্জন। অঞ্জলির জন্য দশ বারো জন করে ভিতরে প্রবেশ করাবো। তিন চার ফুট দূরত্ব বজায় রেখে অঞ্জলি হবে। ভিড় এড়ানোর জন্য আমরা নজর রাখবো। ভিড় এড়ানোর জন্য ক্লাব সদস্য এবং প্রশাসন সেইভাবেই কাজ করবে।

সবাই ভালো থাকুন। সুস্থ থাকুন। সেই সঙ্গে মায়ের কাছে প্রার্থনা, মা যেন পৃথিবীকে করোনা মুক্ত করে আগের মতো সুস্থ করে তোলেন।

(লেখক শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক)

SILIGURI END SMILE SOCIAL WELFARE SOCIETY
Reg No. S0007690 of 2019-2020

' মানুষের সাথে মানুষের পাশে '

আমরা আছি, আমরা থাকব

ভারতীয় সেনা বাহিনীর জওয়ান দ্বারা পরিচালিত শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল পরিবার। এই পরিবারে তিনটি স্কুল চলছে যেখানে ১২০ জন দরিদ্র অসহায় পরিবারের ছোট্ট ছোট্ট শিশুকে শিক্ষার আলোতে আলোকিত করতে এগিয়ে এসেছে এই পরিবার। এছাড়া এন্ড স্মাইল পরিবার সমাজের অসহায় মানুষের সেবাতে তৎপর।

আপনারাও চাইলে এই ছোট ছোট শিশুদের পাশে দাঁড়াতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। আপনাদের দেওয়া সাহায্য পুরোপুরি ইনকাম ট্যাক্স ছাড় পাবে।

যোগাযোগ করুন এই নম্বরে -- ৭৯০৮৮৪৬৫৮১/7908846581

Siliguri End Smile Social Welfare Society
SBI A/C : 39797661125
IFSC CODE, SBIN0014549
Google pay ,phonepe no 7908846581

বাই সাইকেল

অনিল সাহা (শিবমন্দির, শিলিগুড়ি)

কোভিড ১৯ এর জন্য লকডাউনের সময় একমাত্র ভরসা সাইকেল। বর্তমান সময়ে তার বিক্রি বেড়েছে। মনে জেগে ওঠে কবি বিনয় মজুমদারের কথায় ‘ ফিরে এসো চাকা’। ক্রিং ক্রিং ধ্বনিতে যদি ফিরে আসে সাইকেলের যুগ, আহা ! সাইকেল যে সবচেয়ে পরিবেশ বান্ধব যান। এই দ্বিচক্রযানে চেপে তাইরে নাইরে করে ভুবনডাঙ্গার মাঠ থেকে তেপান্তরের মাঠ একদম বিনি পয়সায় ঘোরা যায় মনের হরষে। এমন যানে চেপে গাওয়া যায় ‘ কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা’। এ যুগের ছেলেদের কাছে সাইকেলের তেমন কদর নেই। তাদের পছন্দ মটর বাইক। কিন্তু এই মটর বাইকে যে বছরে কত প্রান অকালে ঝড়ে পঙ্গু হয়ে যায় তার কোনও হিসাব নেই। এছাড়াও রয়েছে এর পিছনে পেট্রল বিলের বেলাগাম খরচ, আর মেরামতের খরচ। সেদিকথেকে দেখতে গেলে সাইকেল অনেক নিরাপদ এবং খরচ নেই বললেই চলে। সারা বছরে মাত্র দুই-চারশ টাকার মতো। একটি সাইকেল বছরে হাজার টাকার বেশি সাশ্রয় করতে পারে। এক-দেড় কিলোমিটার যেতে টোটো, রিক্শা, অটোয় চেপে যান তবে খরচ কমপক্ষে কুড়ি টাকা। মানে মাসে ছয়শ টাকা। তবে বছরে বার হাজার টাকা। সাইকেল সঙ্গী সাথে থাকলে সে এ খরচ বাঁচিয়ে দেয়। একটা সাইকেল বিশ ত্রিশ বছর চলে যায়। সেদিক থেকে তিন চার লক্ষ টাকাও সাশ্রয় করে থাকে একটি সাইকেল। পরিবেশ দূষন ও দুর্ঘটনা কমানোর জন্য শনি রবিবার বড় শহরগুলিতে অন্য যান বন্ধ রেখে শুধু সাইকেল চালালে বহু মানুষের উপকারই হবে। সাইকেল প্রসঙ্গে সত্তরের দশকের কথা মনে পড়ছে। তখনকার দিনে কারোর একটা নতুন সেন রয়্যাল, কিংবা হাম্বার বাই সাইকেল থাকা মানে রাজপুত্তুরের সম্মান পাওয়া। তরুন যুবকদের কাছে গোপনে প্রেম করার অন্যতম বাহনও ছিল তা। পিওন আসতো সাইকেলে চিঠি বা মানিঅর্ডার ডেলিভারি করতে। সবমিলিয়ে সাইকেল ছিল বাহন, সাইকেল আত্মার আত্মীয়। আবার ফিরে আসুক সাইকেলের যুগ। তরুন প্রজন্ম নতুন করে চিনে নিক পুরনো বন্ধুটিকে।

পরিবেশ বান্ধব সভ্যতা তৈরিতে সাইকেল এক বড় স্তম্ভ হতে পারে তা উন্নত দেশগুলো অনুভব করেছিল। বর্তমানে বিশ্ব জুড়ে করোনা

ভাইরাসের দাপটে এবং লকডাউনে কোনঠাসা মানুষ সাইকেলের দিকে ঝুঁকছে। কারণ যাতায়াতের অন্য কোন পরিবহন নেই। লকডাউন আর সামাজিক দূরত্বের কারনে। করোনা জর্জরিত যুক্তরাষ্ট্রেও সাইকেল কেনার হার বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নেদারল্যান্ডস, জাপানের মতো বহু আধুনিক উন্নত দেশে মানুষ সাইকেল চালিয়ে কর্মক্ষেত্রে যান। সাইকেল আরোহীদের জন্য সেখানে আলাদা রাস্তা রয়েছে। আমাদের দেশে কলকাতা, মুম্বাই, চেন্নাই, দিল্লীতে সাইকেল চালানোর জন্য আলাদা রাস্তা নেই। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির পর বোধহয় নতুনভাবে ভাবতে হবে। সাইকেল নিরাপদ যান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ২০১৮ সালে কলকাতায় ১২০টি রাস্তায় সাইকেল চলাচল নিষিদ্ধ হয়েছিল। সেই সমস্ত রাস্তা ৩০শে জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত খুলে রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পরিবেশ বান্ধব এই যানটি চালু থাকলে অবশ্যই মানুষের মঙ্গল। পরিবেশের বান্ধব এমনকি সংক্রমনের দিক থেকেও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এই যানে যাতায়াত ও আর্থিক সুরাহাও হবে। কাজেই এইসব দিক বিবেচনা করেই সাইকেল চালানোর জন্য আলাদা রাস্তা করার প্রয়োজন।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ চলাকালীন ইতালিতে ফ্যাসিবাদের চূড়ান্ত নিদর্শন ঘটতে দেখা যায়। সেই সময় শিল্পী, সাহিত্যিক,কবি, নাট্যকারদের প্রতি যে ধরপাকড় এবং হত্যাযজ্ঞের অধিকার সেনাদের হাতে চলে যায় সেখান থেকে পালানোর রাস্তা খুঁজে যারা পালিয়ে বেড়াতেন এবং গোপনে সারা বিশ্ব জুড়ে মানবতার জয়গানে নাম লেখান তাদের মধ্যে রোমাঁ রোলাঁ,আদ্রেঁজিদ, লুইজি, বার্তোলিনী এর ইতালির শহরজুড়ে গ্রামাঞ্চল ঘুরে রসদ সঞ্চয় করে যে বইটির জন্ম দিয়েছিলেন তার নাম বাই সাইকেল থিভস।

বর্তমানে করোনার সৌজন্যে সাইকেলের কদর চোখে পড়ছে। বিদেশে যেমন কোপেনহেগেন ডেনমার্কের রাজধানী এই শহরের ৫২ শতাংশ মানুষ বাই সাইকেলের চালক। এই শহরের মানুষ কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে মুক্তি পেতে সাইকেল রাখার অভ্যেস করেন। তিনশ কিলোমিটার রাস্তা আছে সেখানে শুধু সাইকেল চলবে। ২০০০ সাল থেকে ২০১১ সালের হিসেবে ইন্টারন্যাশনাল সাইক্লিং ইউনিয়ন কোপেনহেগেনকে বিশ্বের প্রথম সাইক্লিং সিটি ঘোষণা করে। ৩৫থেকে ৪০ বছর আগের চিনের বেইজিং শহরে সাইকেল সংখ্যা ছিল৪০ লক্ষ। এখন হয়ত বেড়ে তা ৫০লক্ষের বেশি হয়েছে। কোপেনহেগেনের মতো বিশ্বে বহু উন্নত দেশ ছাড়াও ছাড়াও বহু দেশে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন বিত্ত এবং গরিব তাদের জীবিকা স্থলে যাতায়াতের জন্য সাইকেল ব্যবহার করছে। ছেলে এবং মেয়েদের দৈনন্দিন জীবনে সাইকেল

With Best Compliments From :
ASHIS SAHA Ph.
Travel and cab agent
Royal Tours And Travels
Ph. : 9733144985 / 8016686447
Email : theroyaltoursandtravelsslg@gmail.com

Deals in :
Toyota Innova, Crysta, Fortuner, Mercedes Benz, BMW, Audi & all Luxury Cars
Haiderpara, ML Roy Sarani
Siiguri

MITHUN SAHA 9851327513
PAPAI SAHA 9733422177
OM TOURISM
● FLIGHT TICK
● BUS TICKET
● TRAIN TICKE
● HOTEL BOO
● HOLIDAY PA
● INSURANCE
BBD SARANI, HAIDERPARA, SILIGURI-734006
E-mail : omtourismslg@gmail.com/travelcareslg@gm
EXCLUSIVE TOUR PACKAGES AVAILAB
DARJEELING, GANGTOK, NAMCHI, PELLIN

অপরিহার্য। ভাবতে অবাক লাগে কোপেনহেগেনে যাদের দুটি সন্তান আছে তেমন ২৫ শতাংশ পরিবারের জন্য একটি করে কার্গো বাইক আছে। ডেনমার্ক সরকার বলছে, দেশের ৫০ শতাংশ শ্রমজীবিদের যোগাযোগ কর্মে একমাত্র যান হবে বাইসাইকেল। আরও আশ্চর্য বিশ্বে আর কোথাও নেই শুধুমাত্র সাইকেল চালকদের জন্য ট্রাফিক লাইট। বিশ্বের বাই সাইকেল বৃদ্ধির তালিকায় রয়েছে স্পেনের বার্সেলোনা, সুইজারল্যান্ডের বাছেল এখন লন্ডন, মেলবোর্ন ও ওয়াশিংটনেও সাইকেল চালানোর উপযোগী মসৃন লেন, বাইলেন তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশেও বাইলেনের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারি সবাই সাইকেলে অভ্যস্ত। আমাদের রাজ্যেও এর ব্যতিক্রম ঘটছে না। বর্তমান রাজ্য সরকার কন্যাশ্রী প্রকল্পে সারা রাজ্যে বিদ্যালয়ের মেয়েদের জন্য প্রচুর সাইকেল প্রদান করছে। সাইকেল এখন সবার ঘরে ঘরে। তাই এখন প্রয়োজন বাই সাইকেল চালানোর জন্য স্বতন্ত্র রাস্তা আর প্রশাসনিক উদ্যোগ।

(লেখকের বাড়ি শিলিগুড়ি শিবমন্দির সারদাপল্লীতে। তিনি সাহিত্য পত্রিকা উত্তরের প্রয়াসের সম্পাদক)

ইতিবাচক ভাবনাই ভাবতে শেখায়

খবরের ঘন্টা

ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীন আর এন আইয়ের রেজিস্টার্ড পত্রিকা খবরের ঘন্টা

আর এন আই নম্বর ডব্লু বি বি ই এন/২০১৫/৬৯৩৫৫

ইতিবাচক ভাবনার খবর জানতে নিয়মিত দেখতে থাকুন খবরের ঘন্টা ফেসবুক পেজ, গুগল ওয়েবপোর্টাল এবং ইউ টিউব চ্যানেল।

With Best Compliments From :

SANGEET KALA ACADEMY

GOVT REGD.

(Affiliated to Prayag Sangit Samity, Allahabad

PRACHEEN KALA KENDRA (CHANDIGARH)

UPTO M. MUS 7TH YEAR

HINDUSTHAN ART & MUSIC SOCIETY

(An ISO 9000:2015 certified International Examination Board of Indian Art & Culture)

SUBIR ADHIKARI

(International Tabla Exponent & Guru)

Prayag Sangit Samity (Allahabad)

A GRADE ARTISTE

(AIR & Doordarshan, ICSR Panneled)

GOLD MEDALIST

AIR & HMV AWARDED (M. MUS)

email : subiradhikaritablatogo@gmail.com

Ph. : 7001032591, 9832014187

সবাই ভালো থাকুন

টোটোন সাহা

নমস্কার। আমি শিলিগুড়ি চয়নপাড়া থেকে বলছি। সমাজসেবামূলক কাজ করতে আমি ভালোবাসি। এবারে দুর্গা পুজোর এই সময় শুধু বলবো, সবাই একটু সতর্ক থাকুন। সবাই টিকা গ্রহন করুন। মাস্ক পড়ে থাকুন। আর ভিড় এড়িয়ে চলুন। করোনা শুরু হওয়ার সময় এবং পরে আমি বিভিন্ন সময় অসহায় দরিদ্র মানুষের পাশে থেকেছি বিভিন্ন ত্রান সামগ্রী নিয়ে। আমার শিশু কন্যা সোনামা (রাজশ্রী সাহা)র হাত দিয়েই বিলি করা হয়েছে খাদ্য সামগ্রী। বিভিন্ন মানুষের হাতে আমরা তুলে দিয়েছি মাস্ক। করোনা শুরু হওয়ার আগেও বিভিন্ন মানুষের পাশে থেকেছি। আগামীদিনেও থাকবো।

এই পুজোতে সবাই ভালো থাকুক, এটাই থাকলো প্রার্থনা।

(লেখকের বাড়ি শিলিগুড়ি চয়নপাড়াতে)

দুর্গা পুজো এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্র

ডাঃ সৌম্যদীপ কর

নব দুর্গার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে দুর্গার নটি রুপ। অর্থাৎ নটি হার্ব দুর্গার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে উপস্থাপন করে। মার্কন্ডেয় পুরানে বলা আছে, ব্রহ্মা এই নটি হার্বকে দুর্গার রক্ষা কবচ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এবং ব্রহ্মাজি বলেছেন, এই নটি হার্ব মনুষ্য সমাজেরও একটি রক্ষাকবচ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

প্রথম হলো, দুর্গার প্রথম রুপ শৈল পুত্রী। এর সঙ্গে হরিতকীর নাম জড়িত। শৈল পুত্রীর পরিপূরক হরিতকী। ত্রিফলার প্রথম এবং প্রধান উপকরন হলো হরিতকী। বাত , পিত্তকফ সহ বহু রোগে হরিতকী ব্যবহার হয় আয়ুর্বেদে। সাত প্রকারের হয় হরিতকী।

ব্রহ্মচারিনী হল দুর্গার দ্বিতীয় রুপ। এর সঙ্গে আয়ুর্বেদিক ব্রাহ্মীর নাম যুক্ত। ব্রাহ্মীকে বলা হয় সরস্বতী। ব্রাহ্মী মানসিক উৎপীড়নকে শান্ত করে। হৃদয় দৌবল্য ঠিক করে ব্রাহ্মী। ব্রাহ্মী কণ্ঠকে ভালো করে।

দুর্গার তৃতীয় রুপ হল চন্দ্র ঘন্টা। চন্দ্র ঘন্টাকে চন্দ্র সুর বা চাম সুরও বলা হয়। বাংলার অতি পরিচিত হালিম শাকের নাম যুক্ত চন্দ্র ঘন্টার সঙ্গে। হালিম শাকের নাম চৌদ্দ শাক খাওয়ার সময় মনে পড়ে। স্থূলতা বা মেদ নিয়ে যাদেব সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে বেশ কার্যকরী হালিম শাক।

চতুর্থ রুপ হলো কুস্মান্ড। এর সঙ্গে চালকুমড়োর নাম যুক্ত। বীর্য স্তম্ভক হিসাবে ব্যবহার হয় চাল কুমড়ো। মানসিক ব্যাধি দুর করতেও অনেক সময় চালকুমড়ো ব্যবহার হয়। শরীর চাঙ্গা রাখে চালকুমড়ো।

পঞ্চম দিনে দুর্গার নাম স্কন্ধ মাতা। প্রাচীন ঔষধি তিসি স্কন্ধ মাতার নামের সঙ্গে যুক্ত। তিসির তেল প্রতিদিন ব্যবহার হলে ত্বক ভালো হয়। যাদের মেদ রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও তিসির তেল ব্যবহার করতে বলা হয়।

School of Fototechnik
Siliguri Centre
Rishikunj Apartments, Road No.3 Shaktigarh, Siliguri
The Leaders in Photographic Education
PSA Photographic Society of America
Member Oklahoma, USA
ICS
Affiliated to California, USA
Supported by New Jersey, USA
Headquarters: New Delhi
Centres: Siliguri - Imphal - Coochbehar
+91-9810356130; +91-9868988650;
fototechnik@gmail.com

আরোহী জুয়েলার্স
হায়দরপাড়া বাজার (প্রাইমারী স্কুলের বিপরীতে)
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৬
প্রোঃ -- অনিমা পাল
ফোন নম্বর--৮৩৯২০৯৩১৩০/৭৪৭৯০৪৬০৩৯
ARAHI JEWELLERS
Opposite Haiderpara primary School
Prop. Anima Paul
Phone no--8392093130/7479046039
(Manufacturer and Seller of
Modern Designing Ornaments)
All type of Jewellery Items Retailers
of Gold 22 Ctt/24 Ctt KDM & Hall
Marks & Silvers Ornament

ষষ্ঠ দিনে দুর্গার নাম কাত্যায়নী। কাত্যায়নীকে অম্বা, অম্বিকা , অম্বালিকা নামেও জানি। কাত্যায়নী যে হার্বকে প্রতিনিধিত্ব করে তা হলো, ঝাউ গাছ। ঝাউ গাছ ফুটিয়ে তা ত্বকের রোগের ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়। অনেক রোগ প্রতিরোধ করে ঝাউ গাছ।

সপ্তম দিনে দেবী দুর্গার নাম কালরাত্রি। নাগদন্তী নামটি এর সঙ্গে চলে আসে। পাইলস, বা ব্লিডিং ডিসঅর্ডারে ব্যবহার হয় নাগদন্তী।

অষ্টম দিনে দুর্গার নাম চলে আসে তুলসীর সঙ্গে। তুলসী অনেক ভাইরাস প্রতিরোধ করে। তুলসীর উপকারিতা সম্পর্কে আমরা সকলে জানি। তুলসী হলো সাত প্রকারের।

নবম দিনে দুর্গার নাম সিদ্ধি দাত্রী। এর সঙ্গে জড়িত শতাবরীর নাম। শতাবরী মানে শতবরের সমান। যে সব মহিলার সন্তান হওয়ার পর দুগ্ধ নিঃসরন ঘটে না , তাদের জন্য টনিক হিসাবে কাজে করে শতাবরী।

নবদুর্গার নটি রুপ নটি ঔষধির সঙ্গে তুলনা করা হয়। বর্ষা থেকে শীতকালের মধ্যে বা শীতকাল থেকে গ্রীষ্ম কালের দিকে যাওয়ার সময় দুর্গা পুজো হয়। এই সময় ওই নধরনের আয়ুর্বেদিক ব্যবহার হলে শরীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্যমাত্রায় পৌছায়।

(লেখকের বাড়ি শিলিগুড়ি শিবমন্দিরে। তিনি সরকারি হাসপাতালের আর্য়ুবেদিক চিকিৎসক)

বালিপাথরের কাজ বন্ধ, শ্রমিকদের কি হবে?

সুজিত ঘোষ (বাপি)

সকলকে নমস্কার। প্রতিবছরই মা আসে। এবারেও আসছেন। কিন্তু অন্যবছর যেভাবে মা আসেন, এবারে তা অন্যরকম। গতবছরও করোনা আবহে পুজো হয়েছে। এবারেও তা হচ্ছে। করোনা আমাদের সবদিক থেকে সর্বনাশ করে ছাড়ছে। আমি আজ পুজোর এই সময় বিশেষ করে বলবো বালিপাথরের ব্যবসা সম্পর্কে। পুজোর মুখেও বন্ধ রয়েছে বালিপাথর তোলার কাজ। ফলে শয়ে শয়ে শ্রমিকের কপালে চিন্তার ভাঁজ। কেননা নদী থেকে ট্রাকে বালিপাথর তোলার পরই উনুনে হাড়ি চড়ে বহু শ্রমিকের। কিন্তু বিগত জুলাই মাস থেকে তাদের কাজ বন্ধ। নদী থেকে বালিপাথর তোলা যাচ্ছে না। ফলে তাদের রোজগার বন্ধ। এমনিতেই এই শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা খারাপ। এখনতো পুজোর সময় তাদের আরও চিন্তা। কিভাবে তাদের পুজো কাটবে, কিভাবে তারা তাদের সন্তানদের জামাকাপড় কিনে দেবেন সেটাই চিন্তার। এদের মুখে আজতো হাসি নেই। বহু বেকার যুবক ট্রাক কিনে বালি পাথরের ব্যবসায় নেমেছিলেন। তারা আশা করেছিলেন সেপ্টেম্বরে আবার কাজ শুরু হবে। কিন্তু তা শুরু হয়নি। এখনও বালিপাথর তোলার কাজ বন্ধ। এখন এই সব বেকারদের কি হবে। যাদের কাজ আজ নেই, যাদের রুটিরোজগার থমকে গিয়েছে, তাদের কথা এখন সরকার বিশেষ করে চিন্তা করুক। পুজো সকলের। পুজোতে সবাই আনন্দ করতে চায়। বালিপাথর ব্যবসার সঙ্গে জড়িত শ্রমিক সহ অন্যরা সকলেই পুজোর মুখে মুখ কালো করে রয়েছেন। আমি সকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি এই বিশেষ দিকটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করছি।

(লেখকের বাড়ি হায়দরপাড়াতে। তিনি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক)

করোনা বিদায় নেয়নি

সঞ্জীব শিকদার

সকলকে শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। করোনা আবহে আবারও পুজো এসেছে। করোনা আমাদের মধ্যে থেকে বিদায় নেয়নি সেকথাই আমাদের মনে রাখা দরকার পুজোর সময়। গতবার প্রথম ঢেউ যখন কমে গিয়েছিলো, তখন আমরা ভেবেছিলাম করোনা বোধহয় বিদায় নিয়েছে। কিন্তু ভোটের সময় ব্যাপক জমায়েত হয়েছে। গত দোলযাত্রার সময় কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে আমরা ভিড় করেছি। করোনা বিধি মেনেচলি নি। ফলে দ্বিতীয় ঢেউতে করোনার ভয়াবহ রুপ আমরা দেখেছি। বহু মানুষের প্রান চলে গিয়েছে। করোনা যেমন আমাদের মধ্যে থেকে অনেক মানুষকে কেড়ে নিয়েছে তেমনই, আমাদের আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে দিয়েছে। তাই তৃতীয় ঢেউয়ের যে আশঙ্কা করা হচ্ছে সেই আশঙ্কাকে উড়িয়ে দিয়ে দয়া করে আপনারা কেউ করোনা বিধি মেনে চলাতে অবহেলা করবেন না। করোনা বিধি মেনে চলুন এই পুজোতে। করোনা বিধি মেনে না চললে আমাদের কিন্তু সামনে বিরাট বিপদ অপেক্ষা করছে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। এই থাকলো প্রার্থনা।

(লেখক শিলিগুড়ি বিজেপির নেতা। প্রাক্তন জেলা বিজেপির সম্পাদক)

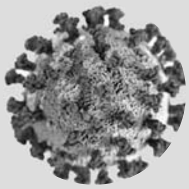

প্রতিবছর শিলিগুড়ি ঘোঘোমালিতে নিজের পেনশনের টাকায় দুঃস্থ মহিলাদের হাতে শাড়ি তুলে দিতেন অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক অমর দত্ত। তার সঙ্গে মহালয়ার জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মহিষাসুর মর্দিনীরও আয়োজন হোত তাঁরই উদ্যোগে। কিন্তু এবারে তা আর হচ্ছে না। কারণ গত ২৭ এপ্রিল ২০২১তারিখে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। শুধু মহালয়াই নয়, বড় দিন, লোকনাথ বাবার আবির্ভাব ও তিরোধান দিবসে সামাজিক ও মানবিক কর্মসূচি তিনি সবসময় পালন করতেন। কর্ম জীবনে শিক্ষক হিসাবে তিনি বহু দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীর পাশে থেকেছেন। পুজো এলেই তাঁর অপেক্ষায় তার অনুষ্ঠানের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। কিন্তু এবারে মা আসছেন অথচ তিনি নেই। আমরা তাঁকে বারবার মিস করছি। তাঁর অভাব আমাদের সবসময় পিছু নিয়ে চলেছে। তিনি যেখানেই থাকুন, ভালো থাকুন। শান্তিতে থাকুন, এটাই রইলো প্রার্থনা। । আমরা আজ অভিভাবকহীনের মতো।

এই পুজোতে আমাদের প্রার্থনা সবাই ভালো থাকুক, সবাই মেনে চলুক করোনা বিধি।

শ্রীবাসবজিৎ দত্ত (বাসু---পুত্র), শ্রীমতি রীনা দত্ত(পুত্র বধূ), শমীক দত্ত (নাতি), প্রেনিতা দত্ত(নাতনি), শ্রীমতি মধুমিতা দেব(দত্ত----কন্যা)

তবলা নিয়ে সবসময় চর্চা চলছে

সুবীর অধিকারী

নমস্কার সকলকে। সকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা। করোনার জেরে সবাই সমস্যাতে। আমরা শিল্পীরাও সমস্যাতে। অনলাইনেই এখন আমাদের বেশিরভাগ ক্লাস চলছে। সাধারণ ক্লাসও শুরু হয়েছে। তবে তা হচ্ছে করোনার বিধি মেনে। আগের মতো স্বাভাবিক অবস্থা এখনও ফিরে আসেনি। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্রছাত্রীরা আমার কাছে অনলাইনে তবলা শিখছে। তাছাড়া অনলাইনে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন তবলা প্রতিযোগিতায় আমি ও আমার ছাত্রছাত্রীরা সাফল অর্জন করেছে। তবলা শিল্পকে আমি আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য লড়াই চালিয়ে যাবো আগামী দিনে। তবে করোনার জেরে আমরা পিছিয়ে পড়েছি অনেকটা। মা দুর্গার কাছে এবারও প্রার্থনা করবো, মা তুমি করোনার দুর্যোগ থেকে সকলকে মুক্ত করো। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। এবারে এপর্যন্তই থাকলো। আবার পরে কথা হবে।

(লেখকের বাড়ি শিলিগুড়ি হাকিমপাড়াতে, তিনি একজন প্রখ্যাত তবলা শিল্পী)